सत्यमेव जयते

# পশ্চিমবঙ্গ বাজেট

২০২৬-২৭

পঞ্চশক্তি, সমৃদ্ধি, সোনার বাংলা

## বাজেট বক্তৃতা

## ড. স্বপন দাশগুপ্ত

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী
অর্থ বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

২২শে জুন, ২০২৬

**মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,**

আপনার অনুমতি নিয়ে আমি এই মহান সদনে ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বার্ষিক আর্থিক বিবরণী ও ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব পেশ করছি।

**মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,**

পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রথম বাজেট পেশ করতে পেরে আমি সম্মানিত ও বিশেষভাবে ধন্য। এই সরকার দীর্ঘ বছরের সংগ্রামের পরিণতি এবং আমাদের কার্যকর্তাদের অপরিসীম ত্যাগের ফল।

স্যার, গত ৪ঠা মে যে রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছে তা শুধু সরকারের নিয়মতান্ত্রিক পরিবর্তন নয়, তার থেকে বেশি। এই পরিবর্তন প্রায় পাঁচ দশকের ক্রমাগত অবক্ষয়ের পরে পশ্চিমবঙ্গের জনগণের নিজেদের প্রাসঙ্গিকতা পুনরুদ্ধার করার দৃঢ় সংকল্পের পরিচায়ক। উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে স্বাধীনতা লাভ অবধি পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের বৌদ্ধিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চেতনাকে রূপ দিয়েছে এবং দেশের অবিসংবাদিত চিন্তানায়কের ভূমিকা পালন করেছে। দুঃখের বিষয়, আজ আমরা আমাদের সেই উত্তরাধিকার নষ্ট করে অপ্রাসঙ্গিকতার প্রান্তসীমায় পৌঁছে গেছি। এই জন্য যথার্থই আমরা আমাদের সামনের কাজকে একটি মিশন হিসাবে দেখছি যা বাংলাকে নতুনরূপে কল্পনা করা ও জাতীয় ক্ষেত্রে তার ন্যায্য স্থান পুনরুদ্ধারের একটি মিশন।

পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে মর্যাদা দিয়ে নতুন সরকার এমন এক বাংলার স্বপ্ন দেখে যা সমৃদ্ধ কিন্তু সংবেদনশীল, আধুনিক কিন্তু ঐতিহ্যভিত্তিক, বিশ্বে প্রতিযোগিতামূলক কিন্তু স্থানীয়ভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক। শুধুমাত্র প্রশাসনিক পরিবর্তন আমাদের লক্ষ্য নয়, বরং গভীরতর কাঠামোগত রূপান্তর যা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার উপর জনসাধারণের আস্থা ফিরিয়ে আনবে, শাসন ব্যবস্থাকে মজবুত করবে, আর্থিক উন্নতি ত্বরান্বিত করবে, জীবিকা অর্জনের সুযোগ বৃদ্ধি করবে এবং উন্নয়নের সুফলকে প্রত্যেক পরিবারে পৌঁছানো নিশ্চিত করবে।

আমাদের নতুন সরকারের লক্ষ্য ‘Vikshit Bharat’-এর একটি প্রাণবন্ত অংশ হিসেবে ‘Vikshit Bangla’ গড়ে তোলা — একটি উন্নত, সুরক্ষিত, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ভবিষ্যতের

জন্য প্রস্তুত পশ্চিমবঙ্গ। এই ভূমি শক্তি ও ভক্তির ভূমি। আজ যেহেতু আমরা সভ্যতার আত্মা পুনরুদ্ধারে অঙ্গীকারবদ্ধ, আমরা জাগরিত শক্তির প্রেরণার ভিত্তিতে আমাদের বাজেটের রূপরেখা তৈরি করেছি।

**মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,**

**সেবা-শক্তি:**

প্রথমত ঃ সুশাসন ও নাগরিক কল্যাণকেন্দ্রিক সেবা-শক্তি

আমি ঘোষণা করতে চাই যে, রাজ্যে বর্তমানে চালু সকল সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলি অব্যাহত থাকবে যেহেতু আমরা মানবসম্পদ উন্নয়নে গভীরভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ। কিন্তু সরকারি প্রকল্পের সুবিধা সমাজের সবচেয়ে দুর্বল শ্রেণির কাছে পৌঁছে দেওয়া সুনিশ্চিত করতে, এই প্রকল্পগুলির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটানো হবে।

আমাদের সরকার উত্তরাধিকার সূত্রে ৮,১৫,৮৯১ কোটি টাকার একটি বিশাল ঋণের উত্তরাধিকার পেয়েছি। এটি অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেওয়ার মতো ঋণ। তথাপি ভারত সরকারের সহায়তায় ও আর্থিক সংস্কারের দ্বারা আমরা রাজ্যকে স্থায়ী অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে চেষ্টা করব।

এই বাজেটে আনুমানিক (Projected) রাজস্ব ঘাটতি (Revenue Deficit) জি.এস.ডি.পি-র নিরিখে ১.০২ শতাংশ হবে (২০২৫-২৬ এর সংশোধিত হার ২.০৭ শতাংশ থেকে কম); আর্থিক ঘাটতি (Fiscal Deficit) জি.এস.ডি.পি-র নিরিখে হবে ২.৯১ শতাংশ (৩.৪০ শতাংশ থেকে কমে); এবং জি.এস.ডি.পি-র নিরিখে ঋণের হার ৩৭.৯৮ শতাংশ হবে (৩৮.২৯ শতাংশ থেকে কমে)।

**মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,**

একটি দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনিক কাঠামো গঠন আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির মূল স্তম্ভ। যে দুর্নাম সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিকে পর্যুদস্ত করে ফেলেছিল তা বিবেচনা করে আমরা স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও আইনভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সংস্কৃতির প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ থাকব। রাজ্যে জনগণের আস্থা অবশ্যই পুনরুদ্ধার করতে হবে।

সরকারের উপর জনসাধারণের আস্থা ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার নাগরিকদের কাছে পৌঁছতে 'আপনার সরকার আপনার পাশে' নামে একটি নতুন উদ্যোগ নিয়েছে যাতে তাঁরা ৮২৮২০৮২৮২০ টোল ফ্রি হেল্পলাইনের মাধ্যমে স্বচ্ছতার সঙ্গে সরাসরি সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের অভিযোগের নিষ্পত্তি করতে পারেন।

২৪ ঘণ্টা জনসাধারণের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য সম্মিলিতভাবে জরুরি মোকাবিলার উদ্দেশ্যে 'ডায়াল ১১২' হেল্পলাইন ব্যবস্থা চালু করা হবে। নাগরিকদের জরুরি পরিষেবার আবেদনে সাড়া দিতে প্রতিটি থানায় একটি করে গাড়ি নির্দিষ্ট থাকবে। এই উদ্দেশ্যে আমি ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

প্রশাসনিক সংস্কারের অংশ হিসাবে প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ, সরকারি পরিষেবার উন্নতি ও প্রশাসনকে জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে নতুন জেলা, মহকুমা, পুরসভা ও অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র গঠন করা হবে। নতুন জেলাগুলির মধ্যে থাকবে কলকাতা, বসিরহাট, সুন্দরবন, জঙ্গিপুর ও আরামবাগ; কাঁথিতে একটি নতুন পুলিশ ডিস্ট্রিক্ট; গোপীবল্লভপুরে একটি নতুন মহকুমা; নতুন পুরসভা হবে শিবমন্দির, গাজোল, চাঁচল, বেলদা, বাগনান, জয়গাঁ, কোলাঘাট, কামারপুকুর, টুঙ্গিদিঘি; নতুন ফায়ার ব্রিগেড স্টেশন হবে হেমতাবাদ, বিনাচাপড়া, করণদীঘি, মানিকচক, ফলতা, কালিম্পং জেলার লাভা ব্লকের গিতদাবলিং, গড়বেতা, চণ্ডীপুর এবং কাকদ্বীপ। দার্জিলিং-এর ডালি ফায়ার ব্রিগেড স্টেশনকে উন্নত করা হবে।

উপকূলবর্তী পর্যটনের বিস্তার এবং এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য কাঁথি -১ ও দেশপ্রাণ ব্লকের সংলগ্ন মৌজা যোগ করে দীঘা-শঙ্করপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটির কাজের এক্তিয়ার বাড়ানো হবে।

সরকারে বহুবছর ধরে যে শূন্যপদের সৃষ্টি হয়েছে, সরকারি গণবণ্টন ব্যবস্থাকে উন্নত করে তুলতে সেগুলি পূরণ করা হবে। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, রাজ্য সরকার সরকারি অফিসগুলিতে এক লক্ষ শূন্যপদ পূরণ করবে যার ৩৩ শতাংশ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এই শূন্যপদগুলির মধ্যে ২০,০০০ টি পুলিশ বিভাগ, ৫০,০০০ শিক্ষক, অধ্যাপক এবং অশিক্ষক কর্মী, ১,০০০ টি ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলসে এবং বাকি অন্যান্য

সরকারি অফিসে নিয়োগ করা হবে। যেখানে প্রযোজ্য সেখানে ১০ শতাংশ পদ অগ্নিবীরদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

সরকারি পদে নিয়োগের জন্য বয়সের ঊর্ধ্বসীমা ইতিমধ্যে ৫ বছর ছাড় দেওয়া হয়েছে। এই সুবিধা পরবর্তী দুই বছরের জন্য বহাল থাকবে।

রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি ও সরকার পোষিত প্রতিষ্ঠানে চাকুরির পরীক্ষার উপরে জনসাধারণের আস্থা ফিরিয়ে আনতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, সরকারের নিয়োগকারী বিভিন্ন সংস্থাকে UPSC-র ধাঁচে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে আনা হবে। এতে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে, নিয়োগ ব্যবস্থার উপর মানুষের আস্থা বাড়বে এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ার দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পাবে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence) সারা পৃথিবীব্যাপী পরবর্তী শিল্পবিপ্লবের সূচনা করেছে। আমাদের সরকার বিভিন্ন জটিল সমস্যার সমাধানে, সরকারি পরিষেবার উন্নতিতে, আর্থিক উন্নয়নে, উদ্ভাবন ক্ষমতাকে উৎসাহ দিতে ও দক্ষ কর্মীবাহিনী তৈরিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে ব্যবহার করবে। আমরা পশ্চিমবঙ্গকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারে দেশের মধ্যে অগ্রণী করে তুলতে West Bengal Impact AI Mission-এর সূচনা করছি। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গে একটি সার্বজনীন, স্থায়ী ও উদ্ভাবনমুখী এ-আই ইকোসিস্টেম গড়ে উঠবে যা রাজ্যের মানুষের কল্যাণে লাগবে। সকল স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে পরামর্শ করে এক মাসের মধ্যে এই এ-আই মিশনের রূপরেখা চূড়ান্ত করা হবে।

এই সরকারের আর্থিক ব্যবস্থা Integrated Financial Management System (IFMS)-এর বলিষ্ঠ কাঠামো অনুযায়ী চলে। আমরা রাজ্যে সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাগজবিহীন (Paperless) করে তুলতে Public Financial Management Reforms-এর পরবর্তী ধাপের সূচনা করতে চলেছি।

রাজ্য সরকার সম্মতির ভিত্তিতে Digital India Land Records Modernization Programme (DLRMP)-এ আধার-সিডিং চালু করবে। এই সংস্কারের ফলে স্বচ্ছতা বাড়বে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজের পুনরাবৃত্তি কমানো যাবে এবং Agri Stack-এর সঙ্গে সংযুক্তিকরণ সহজ হবে।

রাজ্য সরকার পৌর এলাকায় জমির রেকর্ড আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে গৃহীত জাতীয় উদ্যোগের অংশ হিসাবে DILRMP-র অধীনে National Geospatial Knowledge-based Land Survey of Urban Habitations (NAKSHA) প্রকল্পে যোগদানে দায়বদ্ধ।

জনগণের সুবিধার জন্য রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতিকে আরও স্বচ্ছ ও সহজ করা, জনসাধারণের জন্য সুযোগ সুবিধার উন্নতি ঘটানো ও রেকর্ডের সহজলভ্যতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আমাদের সরকার রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি সংস্কারের একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আমরা অনলাইন নথি পরীক্ষা, অনলাইন স্লট বুকিং, বায়োমেট্রিক ফেসিয়াল রেকগনিশন, অনলাইনের মাধ্যমে কাগজবিহীন রিফান্ড, অত্যাধুনিক রেজিস্ট্রেশন রেকর্ড সংরক্ষণ এবং রেজিস্ট্রেশন অফিসগুলিতে সর্বসাধারণের জন্য আধুনিক সুবিধাযুক্ত পরিকাঠামো উন্নয়নের ব্যবস্থা করব। এজন্য আমি ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করছি।

আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার সুশাসনের চাবিকাঠি। ড্রোন সার্ভে এবং রিমোট সেন্সিং-এর মতো প্রযুক্তি ব্যবহার করে কয়লা ও অন্যান্য অপ্রধান খনিজ পদার্থের পরিমাণ নির্ধারণ ও পরিবহণের জন্য ই-চালান ব্যবস্থা ও Vehicle Location Tracking Device (VLTD) ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে বে-আইনি খনিজ উত্তোলন বন্ধ করতে আমাদের সরকার সচেষ্ট থাকবে।

খনিসংক্রান্ত আইন, রুল এবং অর্ডার এবং মাননীয় কোর্টের ও NGT - এর আদেশ কঠোরভাবে মেনে চলা নিশ্চিত করতে একটি সামগ্রিক পরিকাঠামো তৈরি করা হবে এবং পরিবহণ, পুলিশ, কমার্শিয়াল ট্যাক্স ও ল্যান্ড রেভেনিউ-এর প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি Enforcement Wing তৈরি করা হবে।

পাথর, বালি, গ্রানাইট এবং অন্যান্য মাইনর খনিজের আইনসঙ্গত খনন নিশ্চিত করতে মাইনর খনিজের সকল মুলতবি হওয়া অকশন, ই-অকশন সিস্টেমের মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে করা হবে। রাজ্যে আইনানুগ খনন নিশ্চিত করতে ও রাজস্ব বাড়াতে ফাস্ট

ট্র্যাকিং-এর মাধ্যমে সুস্পষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র ও অনুমতিপত্র ইস্যু করা হবে।

রাজ্য সরকার নতুন দিল্লীর আদলে Civil Services Officers Institute গড়ে তোলার জন্য নিউটাউনে প্রায় ৫ একর জমি দেবে। একইভাবে, তাঁদের সন্তানদের ভালো মানের শিক্ষা নিশ্চিত করতে ও বাবা-মায়ের পোস্টিং কলকাতার বাইরে হওয়ার জন্য যাতে তারা কোনো অসুবিধায় না পড়ে সেজন্য দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় যেভাবে হয়েছে সেই ধাঁচে কলকাতায় একটি 'সংস্কৃতি স্কুল' গড়ে তোলা হবে।

সরকারি কর্মচারিদের কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ দান জরুরি। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, এই রাজ্যের সিভিল সার্ভিস অফিসারদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য 'যেকোনো সময়, যেকোনো স্থানে, যেকোনো ডিভাইস'-এর মাধ্যমে অনলাইনে ট্রেনিংয়ের জন্য ভারত সরকারের উদ্যোগ iGoT / Mission Karmayogi কার্যকারিভাবে বাস্তবায়িত হবে।

বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প স্কিমে বিধানসভার সদস্যরা নিজ-নিজ নির্বাচনী এলাকায় স্থানীয় চাহিদাভিত্তিক উন্নয়নের কাজ বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ করতে পারেন। যাতে স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী আরও বেশি কাজ সম্পন্ন করা যায় সেজন্য আমি এম এল এ প্রতি এই ফান্ডের পরিমাণ প্রতি বছর বর্তমান সত্তর লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে এক কোটি টাকা করার প্রস্তাব করছি।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার ফলতা এলাকাকে একটি মডেল ব্লক হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে এই এলাকায় উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে ফলতা BPHC-কে একটি ১০০ শয্যাবিশিষ্ট গ্রামীণ হাসপাতালে উন্নীত করা হবে যেখানে Comprehensive Emergency Obstetric Care (CEmOC) অর্থাৎ সামগ্রিক জরুরি প্রসূতি সেবার ব্যবস্থা থাকবে।

জঙ্গিপুর এলাকায় মারাত্মক নদী ভাঙন, বন্যা, প্লাবনের মতো বিপদের ঝুঁকি আছে এবং বন্যা প্রতিরোধ ও পুনর্বাসনের কাজের জন্য আমি ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করছি।

স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনে চুক্তিভিত্তিক ড্রাইভার ও এজেন্সি মারফত নিযুক্ত ড্রাইভারদের পারিশ্রমিক গত আর্থিক বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে। একইভাবে, স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনে চুক্তিভিত্তিক কন্ডাক্টর ও এজেন্সি মারফত নিযুক্ত কন্ডাক্টরদের পারিশ্রমিক বাড়িয়ে মাসে ১৬,০০০ টাকা করার প্রস্তাব করা হচ্ছে।

পুলিশ প্রশাসনকে সাহায্য করার কাজে সিভিক ভলান্টিয়ার, ভিলেজ পুলিশ ও গ্রিন পুলিশ কর্মীদের অবদানের স্বীকৃতি দিয়ে আমি আগস্ট, ২০২৬ থেকে তাঁদের মাসিক পারিশ্রমিক ২,০০০ টাকা বাড়ানোর প্রস্তাব করছি। এছাড়া, হোমগার্ড ও NVF কর্মীদেরও মাসিক পারিশ্রমিক ২,০০০ টাকা বৃদ্ধি করা হবে।

গ্রামীণ এলাকায় পশুচিকিৎসা পরিষেবা দিতে প্রাণীবন্ধু, প্রাণীমিত্র, প্রাণীসেবী, মৈত্রী এবং অন্যান্য AI কর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ সামনের সারির যোগসূত্র হিসেবে কাজ করেন। এঁদের কাজকে স্বীকৃতি দিতে এঁদের মাসিক পারিশ্রমিক ২,০০০ টাকা বাড়ানোর প্রস্তাব রাখছি।

Village Resource Person (VRP) বিভিন্ন উন্নয়ন স্কিমের সামাজিক অডিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং গ্রামে এঁরা কমিউনিটি মোবিলাইজার হিসেবেও কাজ করেন। একইভাবে Vector Control Team (VCT) and Vector Surveillance Team (VST)-এর সদস্যরা ভেক্টরবাহিত রোগের পর্যবেক্ষণ ও তদারকিতে নিযুক্ত থাকেন। এঁদের কাজের স্বীকৃতি দিতে আমি এঁদের দৈনিক পারিশ্রমিক বর্তমানের হার যথাক্রমে ২০০ টাকা ও ১৭৫ টাকার উপর আরও ১০০ টাকা বৃদ্ধি করার প্রস্তাব রাখছি।

অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের পেনসন বাবদ মাসে ৫,০০০ টাকা দেওয়া হবে। জরুরি অবস্থার সময়ে যেসমস্ত সাংবাদিক কারাবাস ভোগ করেছেন তাঁদের মাসে ১০,০০০ টাকা পেনশন দেওয়া হবে। যাঁরা তাঁদের রাজনৈতিক বিশ্বাসের জন্য মিথ্যা ও ভিত্তিহীন মামলার শিকার হয়েছেন তাঁদের সংগ্রামী ভাতা দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিষয়গুলি পরে চূড়ান্ত করা হবে।

এছাড়া, সিভিল ডিফেন্স কর্মীদের মাসে ন্যূনতম ২০ দিনের কাজ পাওয়া নিশ্চিত করা হবে।

রাজ্যের সরকারি কর্মচারী, আধা-সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীবৃন্দ সরকারের কাজ ও নীতি রূপায়ণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এঁদের এই অবদানকে স্বীকৃতি দিতে আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, বর্তমানের ১৮ শতাংশ মহার্ঘ ভাতার উপর অতিরিক্ত ২০ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হবে। অর্থাৎ মোট মহার্ঘ ভাতার হার হবে ৩৮ শতাংশ। পেনশন প্রাপকরাও অতিরিক্ত ২০ শতাংশ ডিয়ারনেস রিলিফ পাবেন। এই মহার্ঘ ভাতা/ডিয়ারনেস রিলিফের বৃদ্ধি ১লা অক্টোবর ২০২৬ থেকে কার্যকরী হবে।

**মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,**

আমি বিশেষভাবে আলোকপাত করতে চাই যে, বিকাশের পথে সম-অংশীদার হিসেবে নারীর ক্ষমতায়নের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে। সরকার বিশ্বাস করে যে, কোনো সমাজ স্থায়ীভাবে অগ্রগতি করতে পারে না, যদি না নারীরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন, সামাজিকভাবে সুরক্ষিত থাকেন এবং নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রতিনিধিত্ব করেন। সেজন্য নীতি নির্ধারণে নারীদের সুরক্ষা, শিক্ষা, উদ্যোগ, অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি, স্বাস্থ্যসেবা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ এই বিষয়গুলি অগ্রাধিকার পাবে।

নারীর ক্ষমতায়ন ও আর্থিক ক্ষেত্রে তাঁদের অধিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’ চালু হয়েছে। এই স্কিমে পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী ২৫ থেকে ৬০ বছর বয়সি যোগ্য মহিলাদের জন্য মাসে ৩,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া সুনিশ্চিত করা হচ্ছে। এই নির্দিষ্ট আর্থিক সহায়তা উপভোক্তার আধারযুক্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট হবে। এই স্কিমের জন্য আমি আনন্দের সঙ্গে ৩৬,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখছি।

উচ্চ শিক্ষায় ছাত্রীদের ড্রপ-আউটের হার কমাতে সরকারি বা সরকারপোষিত কলেজে আন্ডার গ্রাজুয়েট কোর্সে ভর্তির সময়ে ছাত্রীদের জন্য একটি নতুন স্কিম চালু করা হবে। এই স্কিমে সরকারি ও সরকারপোষিত কলেজের অবিবাহিত ছাত্রীদের এককালীন ৫০,০০০ টাকা সহায়তা দেওয়া হবে। এই জন্য আমি ১,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

বলা হয় যে, ‘মায়ের কোল সভ্যতার সূতিকাগার’। গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মায়েদের মজুরির ক্ষতিপূরণের জন্য, উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণে উৎসাহ দিতে এবং মা ও শিশুর

জন্য উন্নত পুষ্টির ব্যবস্থা করতে কেন্দ্রীয় সরকার প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্দনা যোজনা চালু করেছে। এই সংবেদনশীল শ্রেণিকে অতিরিক্ত আর্থিক সহায়তা দিতে আমি প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্দনা যোজনার আর্থিক সাহায্য-সহ মোট ২১,০০০ টাকার আর্থিক সহায়তা ঘোষণা করছি। এছাড়াও গর্ভবতী মায়েরা ৬টি পুষ্টি-কিট পাবেন।

পরিবহণ নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে তাঁদের যাতায়াতের সুযোগ বাড়াতে রাজ্য সরকার এই রাজ্যের মহিলা যাত্রীদের জন্য একটি ভাড়া মকুবের স্কিম এনেছে। এই স্কিমে ১লা জুন, ২০২৬ থেকে রাজ্য সরকার পরিচালিত বাসে পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী সকল মহিলাকে বিনামূল্যে পরিবহণের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। এজন্য আমি ৫৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করছি। এই উদ্দেশ্যে শীঘ্রই পিঙ্ক কার্ড চালু করা হবে।

মহিলাদের সুরক্ষা আমাদের সরকারের অন্যতম সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের বিষয়। আরও শক্তিশালী প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও উন্নত পুলিশি ব্যবস্থার মাধ্যমে মহিলাদের সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে আমরা প্রতিটি মহকুমাতে অন্তত একটি করে মহিলা থানা ও প্রতিটি থানায় নারী সহায়তা ডেস্ক স্থাপন করব। শহরের ব্যস্ত এলাকা ও সর্বসাধারণের ব্যবহারের স্থানে টহল দেওয়ার জন্য মহিলা পুলিশ অফিসারদের নিয়ে দুর্গা সুরক্ষা স্কোয়াড গঠন করা হবে। উপরন্তু রাজ্য রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সে মাতঙ্গিনী হাজরা ও রানী শিরোমণির নামে দু-টি সম্পূর্ণ মহিলা ব্যাটেলিয়ন স্থাপন করা হবে।

Integrated Child Development Scheme (ICDS) স্কিমের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকারা ৬ বছরের নীচে শিশু, গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী মায়েদের পুষ্টির মাত্রা বাড়াতে প্রচুর অবদান রেখেছেন। 'আশা' (ASHA) কর্মীরা প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবাকে মানুষের দরজায় পৌঁছে দিতে সাহায্য করেছেন এবং প্রান্তিক মানুষদের সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত করেছেন। এইসকল কর্মচারীদের গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবাকে স্বীকৃতি দিতে আমি তাঁদের মাসিক সাম্মানিক ৫,০০০ টাকা বৃদ্ধির ঘোষণা করছি।

**মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,**

আমাদের সরকার 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ' মতবাদে দৃঢ় বিশ্বাসী। আমাদের আদিবাসী সম্প্রদায় সাধারণত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। তাঁদের জন্য শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করতে আমাদের

সরকার ঝাড়গ্রামে আনুমানিক ১৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে সমস্ত আধুনিক সুবিধাযুক্ত একটি আদিবাসী বিশ্ববিদ্যালয় (Tribal University) স্থাপন করার প্রস্তাব করছে। এই জন্য আমি বর্তমান আর্থিক বছরে ১০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং মজবুত পরিকাঠামো তৈরির মাধ্যমে 'Viksit Bharat 2047' স্বপ্নকে সমর্থন করতে VB-G-RAM G [Viksit Bharat - Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (গ্রামীণ)] রূপায়ণ করা হচ্ছে। আমি রাজ্য সরকারের অংশ হিসেবে এই খাতে ১৪,০০০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি। KYC-সম্পন্ন জব কার্ড হোল্ডারদের জন্য ১২৫ কর্মদিবস সৃষ্টি নিশ্চিত করা হবে।

গ্রামবাংলায় সুলভ মুল্যে আবাসন প্রদান করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের PMAY-G প্রকল্প শুরু করা হয়েছে যা সকলের জন্য আবাসনের সুবিধা নিশ্চিত করে। এই প্রকল্পটি পশ্চিমবঙ্গে আরও সম্প্রসারণ করার জন্য চলতি অর্থ বছরে ১৩,০০০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। এই অর্থবর্ষে ২৫ লক্ষ নতুন উপভোক্তাকে সুলভে বাসস্থান দেওয়া হবে।

উত্তরবঙ্গের চা-শ্রমিকরা নিম্নমানের স্বাস্থ্যব্যবস্থা, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা, বিলম্বিত মজুরি ইত্যাদি নানান সমস্যার সম্মুখীন হন। এই সব সমস্যার একটি সামগ্রিক সমাধানের লক্ষ্যে, আমি একটি চা শ্রমিক উন্নয়ন বোর্ড (Tea Workers Development Board) প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করছি। এই বোর্ডটি চা-বাগানের শ্রমিকদের বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্প তত্ত্বাবধান করবে; যেমন— শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সুবিধা, আধুনিক আবাসন এবং অন্যান্য সামাজিক সুবিধা বণ্টন।

চা শ্রমিকদের কল্যাণে ও জীবিকার সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার জন্য  রাজ্য সরকার, ভারত সরকারের সাহায্যে PM Cha Shramik Protsahan যোজনা চালু করবে। চা-বাগানের শ্রমিক ও তাদের পরিবারের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি করাই হবে এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এই প্রকল্পে বিভিন্ন কল্যাণমূলক পদক্ষেপ যেমন সামাজিক সুরক্ষা, স্বাস্থ্য

সংক্রান্ত সুবিধা, আবাসন, শিক্ষা সংক্রান্ত সহায়তা, দক্ষতা বৃদ্ধি, পুষ্টি বৃদ্ধির সহায়তা এবং জীবিকায় বৈচিত্র্য আনার একটি সম্পূর্ণ প্যাকেজ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। রাজ্য সরকার বন্ধ চা- বাগানের সমস্যাগুলির সমাধান এবং এই শিল্পের সার্বিক অবস্থার সুরাহার জন্য চা-শিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে।

পশ্চিমবঙ্গ চা-পর্যটন নীতি (West Bengal Tea Tourism Policy), চা-বাগানের ৩০ শতাংশ জমি ব্যাবসার জন্য ব্যবহার করার অনুমতি দেয়। এই নীতির বিরুদ্ধে চা-বাগান অঞ্চলের শ্রমিক এবং অন্যান্য প্রান্তিক গোষ্ঠীর মানুষরা পরিবেশের সমস্যার জন্য বারবার উদ্বেগ দেখিয়েছেন। আমি প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং চা-বাগান এলাকার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা করতে, চা-পর্যটন এবং অন্যান্য ব্যাবসায়িক কাজের জন্য চা-বাগানের জমির বাণিজ্যিক ব্যবহারের পরিমাণ কমিয়ে ১৫ শতাংশ করার প্রস্তাব রাখছি।

রাজ্যে তফশিলি জাতির মানুষদের আর্থ-সামাজিক উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প Pradhan Mantri Anusuchit Jaati Abhyuday Yojana (PM-AJAY) চালু হয়েছে। এই প্রকল্পে তফশিলি জাতির জীবিকার সার্বিক উন্নতি, হোস্টেল বানানো এবং তফশিলি অধ্যুষিত গ্রামগুলিকে 'আদর্শ গ্রাম' হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। এই অর্থবছরে ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রায় ১,৫০০ থেকে ২,০০০ টি গ্রামকে এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

দিনে দুবেলা খাবারের জোগান দেওয়ার মতো সামর্থ্য অনেক মানুষেরই নেই। এই মানুষদের খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য শহরাঞ্চলে ৪০০টি 'মা আহার' কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। এগুলিতে ডিম, মাছ ও সবজি দিয়ে তৈরি সুষম পুষ্টিকর খাবার প্রতি বেলা জনপ্রতি ৫ টাকায় দেওয়া হচ্ছে। ভবিষ্যতে আরও ২১০টি এমন কেন্দ্র চালু করা হবে।

বয়স্ক, বিধবা এবং বিশেষভাবে সক্ষম নাগরিকরা হলেন সমাজে সবচেয়ে বেশি অসুরক্ষিত। এই নাগরিকদের সামাজিক সুরক্ষা বৃদ্ধি করার জন্য আমি এঁদের মাসিক পেনশন ৫০০ টাকা বাড়ানোর প্রস্তাব রাখছি।

পশ্চিমবঙ্গে সরকার স্বীকৃত তিনটি বিশেষ আর্থিকভাবে দুর্বল আদিবাসী গোষ্ঠী বাস করে যেগুলি হল — লোধা-শবর, টোটো এবং বিরহোর। দীর্ঘদিন ধরেই তারা আর্থ-সামাজিক দিক থেকে প্রান্তিক এবং তাদের জীবিকা ভীষণভাবে কৃষি ও বনের উপর নির্ভরশীল। এই গোষ্ঠীগুলির খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য, আমি তাদের জন্য সুষম পুষ্টিগুণ সম্পন্ন খাদ্য বিতরণের একটি প্রকল্প ঘোষণা করছি। এর মাধ্যমে প্রতি সপ্তাহে এই আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির প্রত্যেকটি পরিবারকে চাল, ডাল, ভোজ্য তেল, চিনি, লবণ এবং আলু-সহ খাদ্য প্যাকেট বিতরণ করা হবে।

ঝাড়গ্রাম জেলায় ভারত সরকারের সহায়তায় জীবিকার মানোন্নয়নে একটি সামগ্রিক প্রকল্প চালু করা হবে। এছাড়াও পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে জনজাতি অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan প্রকল্প রূপায়িত হবে।

নতুন অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে, গিগ (Gig) ও প্ল্যাটফর্ম কর্মীরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছেন। সামাজিক সুরক্ষার মাধ্যমে গিগ (Gig) ও প্ল্যাটফর্ম কর্মীদের আর্থিক স্থিতিশীলতা এবং পেশাগত মর্যাদা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি সহায়ক পরিবেশ তৈরির জন্য আমি একটি ওয়েলফেয়ার বোর্ড গঠনের প্রস্তাব করছি, যা গিগ ওয়ার্কারদের জন্য নির্দিষ্ট কল্যাণমূলক পদক্ষেপ ও সামাজিক সুরক্ষা বাস্তবায়িত করবে। এছাড়াও গিগ (Gig) ওয়ার্কারদের বিনামূল্যে পানীয় জল ও মোবাইল চার্জের সুবিধা দেওয়া হবে।

পরিযায়ী শ্রমিকদের সমস্যা কমাতে রাজ্য সরকার একটি বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। এই শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য আয়ুষ্মান ভারত কার্ড দেওয়া হবে। তাঁদের 'এক দেশ এক রেশন কার্ড' (One Nation One Ration Card) প্রকল্পেরও অন্তর্ভুক্ত করা হবে, যার মাধ্যমে তাঁরা ভরতুকি প্রাপ্ত দামে খাদ্যশস্য পাবেন। আমাদের সরকার রাজ্যের অভিবাসী-প্রবণ এলাকায় বাস করা মানুষের মধ্যে প্রয়োজনীয় দক্ষতা বিকাশের মাধ্যমে বিকল্প জীবিকার সুযোগ তৈরি করার বিশেষ উদ্যোগ নেবে।

**নির্মাণ শক্তি**

দ্বিতীয়ত, নির্মাণ: ভারসাম্যযুক্ত এবং স্থায়ী উন্নয়নের জন্য পরিকাঠামো

ভারত সরকার Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment (SASCI)-এর মাধ্যমে পরিকাঠামো প্রকল্পে রাজ্যগুলিকে সহায়তা দিচ্ছে। পরিকাঠামো তৈরিতে আরও আর্থিক পরিসর বাড়াতে এই স্কিম কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে। এছাড়াও,২০২৬-২৭ সালের SASCI-র নির্দেশিকা নিশ্চিতভাবে মেনে আমাদের সরকার পাবলিক ফাইন্যান্স, তথ্য প্রযুক্তি পরিকাঠামো, মাইনিং সেক্টরে সংস্কার, টেলিকম্যুনিকেশন আইন, ২০২৩-এর অধীনে Right of Way Rules, কৃষির জন্য ডিজিট্যাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার, পশুপালন ক্ষেত্র এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রে সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এর ফলে আমাদের রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পুঁজিনির্ভর প্রকল্প রূপায়ণে ১০,০০০ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা দাবি করতে পারবে।

মহানগর বহির্ভূত এলাকার নগর উন্নয়নে জোর দিতে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির শহরগুলিকে উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসাবে গড়ে তুলতে ভিত্তি পরিকাঠামো, বাসস্থান ও হসপিটালিটি নেটওয়ার্ক নির্মাণের জন্য City Economic Regions (CER) স্কিম বাস্তবায়িত হবে।

ভারত সরকারের 'পূর্বোদয় প্রকল্প' একটি সামগ্রিক আঞ্চলিক উন্নয়নের উদ্যোগ যেটির লক্ষ্য পূর্ব ভারতকে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করা। এই প্রকল্পে অর্থ অনুমোদনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের জন্য একটি সর্বাঙ্গীন পরিকল্পনা তৈরি করা হবে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর, ম্যানুফ্যাকচারিং হাব এবং পর্যটন পরিকাঠামো এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

ভারত সরকার ডানকুনি এবং লুধিয়ানাকে Eastern Dedicated Freight Corridor-এর মাধ্যমে যুক্ত করেছে। আমাদের সরকার জমি অধিগ্রহণ সমস্যার সমাধান, অন্ডাল এবং ডানকুনির মধ্যে শেষ পর্যায়ের সংযুক্তি এবং ডানকুনিকে একটি মাল্টিমোডাল

লজিস্টিক হাব তৈরি করতে সক্রিয় পদক্ষেপ নেবে। এছাড়াও, আমাদের সরকার কেন্দ্রীয় বাজেটে ঘোষিত ডানকুনি—সুরাট Dedicated Freight Corridor বাস্তবায়িত করার জন্য সক্রিয় উদ্যোগ নেবে যার ফলে লজিস্টিক-এর উন্নয়ন এবং মালবাহী ট্রেনের যাতায়াতের সময় কমানো সম্ভব হবে।

বর্তমানে হলদিয়া এবং কলকাতা বন্দর কম নাব্যতা এবং জাহাজ ওঠা-নামার দীর্ঘসূত্রীতার সমস্যা ভুক্তভোগী। আমাদের রাজ্যে অনতিবিলম্বে একটি গভীর সমুদ্র বন্দরের প্রয়োজন যাতে পূর্ব উপকূল অঞ্চলের বাণিজ্যের সুযোগ পাওয়া যায়, একটি বন্দর পরিকাঠামো তৈরি করা যায় এবং আঞ্চলিক শিল্প এবং লজিস্টিক ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করা যায়। এই ব্যাপারে আমি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দাদনপাত্রবাড়ে Public Private Partnership (PPP) মডেলের মাধ্যমে একটি গভীর সমুদ্র বন্দর গড়ে তোলার প্রস্তাব রাখছি যেখানে একটি সমন্বিত বন্দর পরিকাঠামোর মাধ্যমে পণ্য ওঠা-নামা, স্টোরেজ, সহায়ক শিল্প, মাল্টিমোডাল রাস্তা/রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্ভব হবে।

আমি ১,২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে কালনা এবং শান্তিপুরের মধ্যে সংযোগকারী একটি ভাগীরথী প্রধান সেতু নির্মাণ করার প্রস্তাব রাখছি যার মাধ্যমে এই অঞ্চলের ব্যাবসাবাণিজ্য এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। এই প্রকল্পটি যাতায়াতের সময় কমিয়ে এই অঞ্চলের পণ্য এবং যাত্রী চলাচলের একটি স্থায়ী এবং নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করবে।

নিউটাউন অঞ্চলের সাথে মধ্য কলকাতার যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল। আমি প্রায় ৯০০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি ৭.৪১ কিমি দীর্ঘ চিংড়িঘাটা—নিউটাউন এলিভেটেড করিডোর করার প্রস্তাব করছি। এই করিডোরটি EM Bypass এবং সল্টলেক সেক্টর V -কে যুক্ত করবে এবং যানজট কমিয়ে নিউটাউনের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করবে। এই করিডোরটিতে ramps, এলিভেটেড পার্কিং বেস, Noise Barriers, সেতুর স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা এবং CCTV নজরদারির ব্যবস্থা থাকবে।

আনুমানিক ১,৮৫০ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয়ে হুগলি জেলার ডানকুনি জংশন ও মগরার মধ্যে একটি কৌশলগত রোড করিডোর প্রকল্প গড়ে তোলা হবে, যার মধ্যে থাকবে তিন

লেনবিশিষ্ট বৈদ্যবাটি ROB, পাঁচটি ফ্লাইওভার, ১২টি VUP/LVUP, সার্ভিস রোড, পার্কিং বে-সহ অন্যান্য উন্নত সড়ক ব্যবস্থা।

বীরভূম জেলায় ৮০০ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয়ে Right Bank Main Canal (RBMC) ও Left Bank Main Canal (LBMC)-র উপর চার লেন ব্রিজ-সহ NH-14-এ ময়ূরাক্ষী নদীর উপর একটি চার লেনবিশিষ্ট ব্রিজ নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হবে।

দুর্গাপুর—আসানসোল ও শিলিগুড়ি —জলপাইগুড়ি মধ্যে মেট্রো সংযোগ চালু করার লক্ষ্যে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করতে Techno-Economic স্টাডি করা হবে।

ভাগীরথী এবং হুগলি নদী, মধ্য এবং দক্ষিণবঙ্গের অন্যতম দুটি প্রধান নদী। অনাদিকাল ধরে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই নদীগুলির বিশেষ ভূমিকা আছে। এই ভূমিকাকে আরও শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে এবং এই অঞ্চলের পরিকাঠামোর ঘাটতি মেটাতে আমি ১০০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব করছি যার মাধ্যমে এই নদীগুলির ওপর জেটির উন্নয়ন, জেটিগুলির ও গ্রামীণ বাজারগুলির মধ্যে সংযোগকারী রাস্তার নির্মাণ, বাজারগুলির উন্নয়ন এবং সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে মৎস্যচাষের উন্নয়ন সম্ভব হবে। এর ফলে গ্রামীণ অর্থনীতির উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে এবং জলপথে পণ্য পরিবহণ সুগম হবে।

সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র অত্যন্ত ভঙ্গুর এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও জীববৈচিত্র-এর দিক থেকে অত্যন্ত সংকটময়। এই স্থানে অনেক প্রান্তিক মানুষের বাস। এই অঞ্চলে ১০৪টি দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে ৫৪টিতে মানুষ বসবাস করে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং জীবিকা অর্জনের মত পরিষেবা পেতে দূরবর্তী দ্বীপগুলিতে পৌঁছনোর জন্য এই অঞ্চলে জলপথের ব্যবহারই সবচেয়ে স্থায়ী এবং পরিবেশ-বান্ধব বিকল্প। আমি এই অঞ্চলের Pontoon ভিত্তিক জেটি এবং এই সম্পর্কিত পরিকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে ১০০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। এছাড়াও, এই অঞ্চলে সৌরচালিত নৌকার ব্যবহার উৎসাহিত করা হবে যার মাধ্যমে পণ্য এবং যাত্রী পরিবহণে কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমানো সম্ভব হবে।

পণ্য পরিবহণে নদীপথ ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে কলকাতা পৌরসভা অঞ্চলে যানজট উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস ও পরিবহণের খরচ এবং দূষণ কমানো সম্ভব, এর জন্য শালিমার— গার্ডেনরিচের মধ্যবর্তী অঞ্চলে RO-RO টার্মিনাল নির্মাণের প্রস্তাব রাখা হচ্ছে। এর ফলে বিদ্যাসাগর সেতু এবং কলকাতা ও হাওড়ার সংযোগকারী রাস্তাগুলিতে যানবাহনের চাপ কমবে।

আমি গঙ্গা নদীতীরের সৌন্দর্যায়ন প্রকল্পের প্রস্তাব করছি যার ফলে নদীপথে যাতায়াত, জনপরিসর এবং পর্যটনের পর্যায়ক্রমে বিশেষ উন্নতি সম্ভব হবে। এর মাধ্যমে আনুমানিক ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নদীঘাটগুলির পুনর্নির্মাণ, রাস্তা নির্মাণ, পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা, ভেন্ডর ম্যানেজমেন্ট এবং জনগণের সুযোগসুবিধার উন্নতি সম্ভব হবে।

নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং যানজট কমানোর উদ্দেশ্যে ব্যস্ত লেভেল ক্রসিংগুলির পরিবর্তে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় রেলওয়ে মন্ত্রকের স্কিমের অধীনে Road Over Bridges (ROB) নির্মাণ করা হবে। আমি ঘোষণা করছি যে প্রায় ৭০টি চিহ্নিত জায়গায় এই প্রকল্প বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করবে। এজন্য রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র দিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে কুলপি-সহ বেশ কয়েকটি ছোটো ছোটো বন্দরের উন্নয়নের সম্ভাবনা আছে। এগুলি পণ্য এবং যাত্রী পরিবহণ, মৎস্যচাষে সহায়তা এবং আঞ্চলিক বাণিজ্যের সুবিধার্থে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। আমি প্যাসেঞ্জার জেটি, কার্গো হ্যান্ডলিং টার্মিনাল, Evacuation Mechanism, জনগণের জন্য সুবিধা, সংযোগকারী রাস্তাগুলির উন্নয়ন এবং এই সম্পর্কিত যাবতীয় পরিকাঠামোর উন্নয়নের মাধ্যমে ছোটো বন্দরগুলির পরিকাঠামোর উন্নয়নে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। সামুদ্রিক পরিকাঠামো ও উপকূলীয় অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের জন্য মেরিটাইম বোর্ড (Maritime Board)-কে শক্তিশালী করা হবে।

বিমান ভ্রমণ আরও সহজ এবং সাশ্রয়ী করার এবং আঞ্চলিক পর্যটন সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের UDAN প্রকল্পের অধীনে নতুন বিমানবন্দর তৈরি করা হবে।

পুরুলিয়া, বালুরঘাট এবং মালদাতে এই ধরনের বিমানবন্দর তৈরি করা হবে। কুচবিহারে বর্তমান এয়ারপোর্টটি-কে সম্প্রসারিত করা হবে। আমি এর জন্য বর্তমান অর্থবর্ষে ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করার প্রস্তাব রাখছি। কৌশলগত পরিকাঠামোর সম্প্রসারণ ও প্রয়োজনীয় উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার হাসিমারা এয়ারফোর্স স্টেশনকে ২৫ একর ও কলাইকুণ্ডা এয়ারফোর্স স্টেশনকে ৩৭ একর জমি দেবে।

কলকাতা বিমানবন্দরে যাত্রীদের ভিড় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান এবং আঞ্চলিক অর্থনীতির বিকাশের লক্ষ্যে কলকাতায় একটি দ্বিতীয় বিমানবন্দরের প্রয়োজন। সরকার কল্যাণীর কাছে নতুন একটি 'গ্রিনফিল্ড' বিমানবন্দর স্থাপনের জন্য ১,০০০ থেকে ১,৫০০ একর জমি শনাক্ত করবে।

রাজ্যে বর্তমানে বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা ১৩ গিগাওয়াট। উন্নয়নের নতুন গতি এবং রাজ্যে বিনিয়োগ বৃদ্ধির উদ্যোগের ফলে, আগামী ২ বছরের মধ্যে এই বিদ্যুতের চাহিদা বেড়ে ১৬ গিগাওয়াট এবং ২০৩৫ সালের মধ্যে ২৭ গিগাওয়াটে পৌঁছাবে বলে আশা করা যায়। বিদ্যুতের এই বিপুল বর্ধিত চাহিদা মেটাতে, সরকার ট্যারিফ-ভিত্তিক প্রতিযোগিতা মূলক দরপত্রের আহ্বান করে সরকারি ও বেসরকারি খাতের আইপিপি (IPP)-র মাধ্যমে নতুন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা করছে। PPP Mode-এ সাস্তালদিতে ২×৮০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

এছাড়াও সৌর শক্তির সমস্ত সম্ভাবনাকে রাজ্যে ব্যবহার করা হবে। সৌর শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির এবং উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে বক্রেশ্বরে আনুমানিক মোট ২০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে Battery Energy Storage System (BESS) সমন্বিত মেগা ফ্লোটিং সোলার ফোটোভোল্টায়িক প্রকল্প স্থাপন করা হবে।

বিদ্যুতের বর্ধিত লোডের চাহিদা পূরণ , গ্রাহকদের বিদ্যুতের জোগান স্থিতিশীল রাখতে এবং ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন ক্ষতি কমাতে ১৫টি নতুন ৩৩/১১ kV সাবস্টেশন স্থাপন করা হবে। এছাড়াও ১২টি শহরে মাটির নীচে নতুন কেবলিং প্রকল্প চালু হবে। আমি এর জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

সৌর শক্তির ব্যবহার জনপ্রিয় করার জন্য এবং গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলিকে শক্তি ব্যবহারে স্বনির্ভর করার উদ্দেশ্যে PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana প্রকল্প চালু করা হবে যার মাধ্যমে গ্রাহকেরা রুফটপ সৌর শক্তি ব্যবস্থা স্থাপন করতে পারবেন। এর জন্য ২ লক্ষ রুফটপ সৌর শক্তি স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। শিল্পে সাশ্রয়ী বিদ্যুতের জোগান দিতে ও জলবায়ু বিষয়ক লক্ষ্যপূরণের জন্য রাজ্য সরকার সৌর শক্তির উৎপাদন এবং ব্যবহারে উৎসাহ দেবে এবং এই লক্ষ্য পূরণের জন্য ওপেন অ্যাক্সেস পলিসি তৈরি হবে। এছাড়াও সরকারি অফিসগুলিতে গ্রিড সংযোগ সমন্বিত Solar PV Power Plant স্থাপন করা হবে। আমি এর জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। এই প্রকল্পে SC/ST পরিবারগুলিকে ৫,০০০ টাকা অতিরিক্ত ভর্তুকি দেওয়া হবে।

সাগরদ্বীপ- এ যাওয়ার রাস্তা উন্নত করতে মুড়িগঙ্গা সেতুর নির্মাণ আমাদের সরকারের বিবেচনাধীন আছে। আমি ডিটেল্ড ড্রয়িং, প্রাথমিকভাবে প্লান্ট ও মেশিনারি সংগ্রহ এবং বাকি জমির অধিগ্রহণের জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

পূর্ব মেদিনীপুরের জনগণের কয়েক দশকের দাবি পূরণ করার জন্য নন্দীগ্রাম এবং হলদিয়ার মধ্যে সব ঋতুতে ব্যবহারযোগ্য একটি সেতু নির্মাণ করা হবে। এই প্রকল্পের জন্য আমি ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

ক্রমবর্ধমান সাইবার অপরাধ ও আর্থিক প্রতারণার মোকাবিলা করার জন্য ৫০ একর জমির ওপর প্রশিক্ষণের সুবিধা-সহ একটি সমন্বিত ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা হবে।

ধাপা কোলকাতার একমাত্র সক্রিয় ডাম্পসাইট যেটি অনেকগুলি Urban Local Body-কে পরিষেবা প্রদান করে। এটি পূর্ব কোলকাতা জলাভূমির মধ্যে অবস্থিত এবং এটির পরিবেশ সহায়ক সমাধান প্রয়োজন। আমি এখানে দীর্ঘস্থায়ী সমন্বিত সুবিধার বিকাশের জন্য KMC-র উপলব্ধ ৭৩ হেক্টর জমি ব্যবহারের প্রস্তাব করছি। এই প্রকল্পে Bio-CNG, RDF Power, Inverted Composting, জৈব-চিকিৎসা-বর্জ্যের অপসারণের ব্যবস্থা করা হবে। যেখানে যেখানে সম্ভব Public Private Partnership ব্যবস্থার মাধ্যমে এটি করার প্রচেষ্টা হবে।

**জ্ঞান শক্তি**

তৃতীয়ত, জ্ঞান শক্তি : মানব-মূলধন শক্তিশালী করার জন্য

**মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,**

বাংলাকে শিক্ষার দিক থেকে একটি উৎকৃষ্ট কেন্দ্রে পরিণত করার জন্য একটি কৌশলগত রূপরেখা তৈরি করা হচ্ছে যেটি ক্রমাগত পরিবর্তনের বদলে পদ্ধতিগত সংস্কার, শ্রেণিকক্ষ আধুনিকীকরণ, কর্মী ঘাটতি পূরণ, প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে সুবিন্যস্তকরণ এবং ছাত্রকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর আলোকপাত করবে। এর জন্য কেন্দ্রীয় সাহায্যপুষ্ট PM-SHRI প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করা হবে, যার মাধ্যমে নির্বাচিত বিদ্যালয়গুলিকে গুণমান, পরিকাঠামোর উন্নয়ন ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার মাধ্যমে মডেল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হবে। এই উদ্দেশ্যে আমি ২,১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করার প্রস্তাব রাখছি। এই উদ্যোগটিতে বর্তমান বিদ্যালয়গুলিকে মডেল প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে, যা আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য হবে এবং নিকটবর্তী বিদ্যালয়গুলিকে শিক্ষার উদ্ভাবন ও সামগ্রিক শিক্ষা উন্নত করতে পথ প্রদর্শন ও সহায়তা করবে। PM-SHRI প্রকল্পে স্কুলগুলি পরীক্ষাভিত্তিক শিক্ষা, SMART ক্লাসরুম, দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা, বহু-বিষয়ক শিক্ষা এবং সামগ্রিক মূল্যায়নের মতো National Education Policy-র নীতিগুলিকে বাস্তবায়িত করার জন্য মডেল স্কুল হিসাবে কাজ করার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হবে।

বিশ্বমানের কারিগরি ও ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণের উদ্দ্যেশ্যে ভারত সরকারের সহায়তায় উত্তরবঙ্গে একটি IIT এবং একটি IIM স্থাপন করা হবে।

হাতেকলমে শিক্ষার দ্বারা সৃজনশীলতা এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য ২০০ কোটি টাকার প্রস্তাবিত বাজেট বরাদ্দ করে মোট ১,০০০টি স্কুলে Atal Tinkering Lab স্থাপন করা হবে। এখানে ওয়ার্কশপ, রোবোটিক্স ও কোডিং ক্লাস এবং বিভিন্ন রকম প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে যাতে বিদ্যার্থীদের সমস্যা-সমাধান এবং প্রযুক্তিগত শিক্ষার্জন হয়। শিক্ষার্থীরা প্রোটোটাইপ তৈরি করবে, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে এবং বাস্তব জীবনের পরিস্থিতিতে STEM (Science, Technology, Engineering and

Mathematics) সংক্রান্ত নীতি প্রয়োগ করবে, যা তাদের উদ্ভাবন ও শিল্পোদ্যোগে উৎসাহিত করবে।

ভারত সরকারের সহায়তায় ও বিদেশি ইউনিভার্সিটি ও বহুপাক্ষিক সংস্থার অংশীদারিত্বে উচ্চ শিক্ষার একটি সামগ্রিক ইকোসিস্টেম তৈরি করতে প্রধান শিল্প করিডোরের পার্শ্ববর্তী এলাকায় ইউনিভার্সিটি টাউনশিপ গড়ে তোলা হবে।

আমি সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন এবং সংস্কৃত ভাষা প্রসারের জন্য ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

রাজ্য সরকার এই রাজ্যে নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য জমি দেবে। প্রাথমিকভাবে দক্ষিণ ২৪ পরগণা, মালদা, ঝাড়গ্রাম এবং পূর্ব বর্ধমানে চারটি জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে। একইভাবে ঝাড়গ্রাম ও বাঁকুড়াতে দুটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য জমি চিহ্নিত করা হয়েছে।

আগামী ৫ বছরে ভারত সরকারের ১,০০০ কোটি টাকা সহায়তায় ও রাজ্যের তরফে ২০০ কোটি টাকা দিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি Institute of Excellence-এ উন্নীত করা হবে।

ITI-গুলির আধুনিকীকরণের জন্য, PM-SETU (PM Skilling & Employability Transformation through Upgraded ITIs) প্রকল্প বাস্তবায়িত করা হবে। এর উদ্দেশ্য হল পরিকাঠামো, সরঞ্জাম, প্রশিক্ষক এবং উন্নয়নের অন্যান্য খরচ নির্বাহ করা এবং একই সাথে শিল্পভিত্তিক শিক্ষার উন্নয়ন সম্পর্কিত কোর্সসমূহ ও প্লেসমেন্ট এবং ভর্তির উপর গুরুত্ব দেওয়া। আমি এই খাতে ৫৭০ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ করার প্রস্তাব রাখছি।

IIT, JEE, NEET, CAT, CA এবং সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার মতো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য প্রত্যেকটি জেলায় দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র (Skill Development Centre) স্থাপন করা হবে।

STEM-এ ছাত্রীদের অংশগ্রহণে উৎসাহিত করতে এবং তাঁদের দক্ষতামূলক শিক্ষার সুযোগ দিতে আমাদের সরকার প্রতিটি জেলায় উচ্চ শিক্ষায় ভর্তি ছাত্রীদের জন্য PPP Mode-এ একটি করে হস্টেল তৈরি করবে।

মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাগত উৎকর্ষ বিকাশের লক্ষ্যে কাঁথি, কালিয়াচক, জঙ্গিপুর, সাগর, তুফানগঞ্জ এবং ফলতায় মহিলা কলেজ স্থাপন করা হবে। সকল স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদিতে স্যানিটারি ভেন্ডিং মেশিন বসানো হবে।

প্যারাটিচাররা সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়া অঞ্চলে শিক্ষার সুযোগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতি পূরণ করতে এবং ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত উন্নত করতে সাহায্য করে। এদের এই গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবাকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য, আমি তাদের মাসিক সম্মানী ৫,০০০ টাকা বৃদ্ধি করার ঘোষণা করছি।

PM POSHAN প্রকল্পে, স্কুল পড়ুয়াদের মিড-ডে-মিল-এ (Mid-Day Meal) পুষ্টিকর ও গরম খাবার পরিবেশন করার ক্ষেত্রে Cook-Cum-Helper-রা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এদের গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবাকে স্বীকৃতি দিয়ে আমি তাঁদের মাসিক সম্মানী ১,০০০ টাকা বৃদ্ধি করার ঘোষণা করছি।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড ডে মিলের উপকরণের খরচ ছাত্রপ্রতি ৬.৭৮ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০ টাকা করা হবে। ইসকনের সহযোগিতায় কলকাতা পৌরসভা এলাকায় স্কুলে পুষ্টিকর রান্না করা মিড ডে মিল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

প্রত্যেক ICDS সেন্টার, প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি স্কুলে গ্যাস কানেকশন, সোলার প্লেট, যেখানে প্রয়োজন বাসনপত্র এবং নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি স্কুলে ওয়াটার পিউরিফায়ার বসানো হবে। সকল প্রাইমারি স্কুলে বিদ্যুৎ যোগাযোগ ও বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। এই বিষয়ে রাঢ় অঞ্চল অগ্রাধিকার পাবে।

**মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,**

আমরা রাজ্যে মৌলিক রূপান্তরের পথে চলেছি। পশ্চিমবঙ্গের যুবরা আমাদের 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড' এর মূল স্তম্ভ এবং এই রূপান্তরের প্রধান চালিকাশক্তি। শিক্ষা, দক্ষতা-বৃদ্ধি, প্রযুক্তি, উদ্ভাবন, খেলাধুলা, গবেষণা এবং উদ্যোগে বিনিয়োগ একটি আত্মবিশ্বাসী ও বিশ্বে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম একটি প্রজন্ম তৈরি করবে যা ভবিষ্যতে বাংলায় বিকাশ আনতে সক্ষম হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতি বছরে AVGC-XR সেক্টরে প্রায় ১,০০,০০০ (১ লাখ) ছাত্র-ছাত্রী ও যুবদের ট্রেনিং দেওয়ার প্রস্তাব রাখছে। এই বছরে প্রায় ৭,০০০ ছাত্র-ছাত্রী ও যুবদের ট্রেনিং দিতে ৫০০টি কন্টেন্ট ক্রিয়েটর ল্যাব স্থাপনের প্রস্তাব করা হচ্ছে। আমি এরজন্য ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করছি। এছাড়াও ওয়েবেল অ্যানিমেশন অ্যাকাডেমিকে আমূল সংস্কার করে 3D অ্যানিমেশন এবং VFX-এ নতুন কোর্স চালু করার প্রস্তাব করছি। এর ফলে উদীয়মান ক্ষেত্রে যুবদের মধ্যে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ইকোসিস্টেম তৈরি হবে।

যুবদের মধ্যে অ্যাথলেটিক্স, পেশাদার স্পোর্টস ট্রেনিং ও কোচিং এবং স্পোর্টস সায়েন্সে কোর্স ইত্যাদি প্রসারের জন্য রাজ্যে একটি নতুন স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি স্থাপন করা হবে। এই ইউনিভার্সিটি রাজ্যে ক্রীড়া-সাফল্যের উন্নতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এরজন্য আমি ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

উত্তরবঙ্গে আন্তর্জাতিক মানের একটি স্টেডিয়াম এবং একটি ইন্ডোর স্টেডিয়াম (অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে শিলিগুড়িতে) তৈরির কাজ হাতে নেওয়া হবে। এরজন্য আমি ২০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

ক্রীড়া সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে যুবদের ব্যাপক অংশগ্রহণের মাধ্যমে রাজ্যে 'খেলো ইন্ডিয়া' কার্যক্রম চালু করা হবে। এই কার্যক্রমে সমস্ত বিধানসভা এলাকায় ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি করে মিনি-ইন্ডোর স্টেডিয়াম স্থাপন করা হবে। এই আর্থিক বছরে ১০০টি এরূপ স্টেডিয়ামের কাজ হাতে নেওয়া হবে। আমাদের সরকার বিভিন্ন জেলায় বর্তমান

স্টেডিয়ামগুলির সংস্কার করবে। কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামের সর্বাঙ্গীণ সংস্কারসাধন ও উন্নয়ন করা হবে। এই উদ্দেশ্যে আমি এই আর্থিক বছরে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

যে সকল স্পোর্টস ক্লাব জাতীয় স্তরে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে তাদের ১ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। যুবদের আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য আমাদের সরকার মেডেল বিজয়ীদের পুরস্কৃত করতে প্রতিযোগিতার প্রকৃতি অনুযায়ী তাঁদের ইন্সপেক্টর পদমর্যাদা থেকে শুরু করে ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পুলিশ পোস্ট গ্রহণের প্রস্তাব দেবে, এ বিষয়ে একটি পলিসি তৈরি করা হচ্ছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিজয়ীদের পুরস্কারের অর্থ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ৫০ কোটি টাকার একটি তহবিল (Corpus) তৈরি করা হবে।

সরকারি ও সরকারপোষিত কলেজের ছাত্র-ছাত্রী যাঁরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাদেঁর এককালীন ৩০,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। এজন্য আমি ৩০ কোটি টাকার অর্থ-বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বিশ্বমানের শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহ দেওয়ার উদ্দেশ্যে যেসকল ছাত্র-ছাত্রী বিশ্বের সেরা একশোটি বিশ্ববিদ্যালয়ে (QS World University Ranking অনুযায়ী) আণ্ডার গ্রাজুয়েশন বা মাস্টার্স কোর্সে ভর্তি হবেন তাঁদের সম্পূর্ণ টিউশন ফি এবং স্বাস্থ্য বিমার খরচ বহনের জন্য আমি 'স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট স্কলারশিপ'-এর প্রস্তাব করছি। এছাড়া জাতীয় স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আন্ডার গ্রাজুয়েশন ও মাস্টার্স কোর্সে যেসকল মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হবেন তাঁদের টিউশন ফি নির্বাহের জন্যও আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। এই উদ্দেশ্যে আমি ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২১ থেকে ৪৫ বছর বয়সি যোগ্য শিক্ষিত বেকার যুবদের মাসিক ভাতা দেওয়ার উদ্দেশ্যে অক্টোবর ২০২৬ থেকে 'ভরসা কর্মসূচি' চালু করা হবে। এই স্কিমে গ্রাজুয়েট বেকারদের জন্য মাসে ৩,০০০ টাকা, অন্যদের মাসে ২,০০০ টাকা ভাতা দেওয়া হবে। এই কর্মসূচি যে সকল পরিবারের আয় বছরে ১ লাখ টাকার কম এবং যারা অন্য কোনো সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন না, সেই সব পরিবারের প্রার্থীর জন্য প্রযোজ্য হবে।

**জীবন শক্তি**

চতুর্থত, জীবন শক্তি : জীবনযাত্রার মান ও খাদ্য নিরাপত্তার জন্য

**মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,**

পশ্চিমবঙ্গের সকল নাগরিকদের স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার জন্য এবং তাদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত খরচ কমানোর জন্য, সরকার আয়ুষ্মান ভারত — প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা (AB-PMJAY) চালু করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর মানুষদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রদান করা হবে। এই প্রকল্পের প্রতিটি উপভোক্তা পরিবার প্রতি বছর ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্য সুরক্ষার নিশ্চয়তা পাবেন। আমি 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্পের জন্য মোট ৩,১০০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। এই স্কিমে ASHA/ICDS কর্মী এবং সত্তর বছরের বেশি বয়সের সকল নাগরিক-সহ আনুমানিক ৭ কোটি মানুষ এর আওতায় আসবেন। যেসমস্ত গরিব মানুষ এই স্কিমের আওতায় আসবেন না, তাঁদের CM Relief Fund থেকে অর্থ সাহায্য করা হবে।

সারা রাজ্যে উন্নততর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা চালু করার জন্য, রাজ্য সরকার উত্তরবঙ্গে একটি AIIMS হাসপাতাল, সুন্দরবন ও পুরুলিয়া এবং দার্জিলিং-এ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল এবং উত্তরবঙ্গে একটি বিশিষ্ট ক্যান্সার হাসপাতাল স্থাপনের উদ্যোগ নেবে। সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালকে একটি সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে উন্নীত করা হবে।

স্বাস্থ্য পরিষেবার খরচ কমাতে এবং সকলের, বিশেষ করে অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর মানুষদের জন্য স্বাস্থ্য-সুবিধা সহজলভ্য করতে, রাজ্য সরকার 'প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনৌষধি পরিযোজনা' (PMBJP) চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে, প্রধানমন্ত্রী-জনৌষধি কেন্দ্রগুলিতে সাধারণ শ্রেণির ওষুধগুলি সমমানের ব্রান্ডেড ওষুধের চেয়ে ৫০% - ৮০% কম দামে পাওয়া যাবে। Affordable Medicines and Reliable Implants for Treatment (AMRIT) স্কিম চালু করা হবে যার মাধ্যমে জীবনদায়ী ওষুধ ও ডিসপোজেবল সার্জিকাল সামগ্রী এবং দামি মেডিক্যাল ইমপ্ল্যান্ট ৫০ শতাংশ

থেকে ৯০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়ে পাওয়া যাবে। প্রতিটি জেলায় ও মহকুমা হাসপাতালে AMRIT স্টোর তৈরি করা হবে।

আমি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে বঞ্চিত অঞ্চলগুলির শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং, দক্ষিণ দিনাজপুর ও পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে নতুন মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হবে। এছাড়াও সরকার ১৩টি রাজ্য সরকারি মেডিক্যাল কলেজে প্রায় ৬৫০ টি MBBS আসন এবং ৪৫০ টিরও বেশি PG আসন বাড়ানোর পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।

আয়ুষ (AYUSH) (আয়ুর্বেদ, যোগা ও ন্যাচারোপ্যাথি, ইউনানি, সিদ্ধ ও হোমিওপ্যাথি) স্বাস্থ্য সেবা সর্বাঙ্গীণ, নিবারক এবং সুলভ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রদানের মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্য পরিষেবাতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে একটি নতুন AYUSH বিভাগ গঠনের ঘোষণা করছি, যেখানে রাজ্যের সদর দপ্তর ও আঞ্চলিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে পর্যাপ্ত টেকনিকাল ও নন-টেকনিকাল কর্মী নিযুক্ত থাকবে। আমি আশা করি, এটি রাজ্যে আয়ুষ (AYUSH) স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও শক্তিশালী এবং কার্যকর করবে।

চিকিৎসা পর্যটনের (Medical Tourism) ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ অন্যতম প্রধান আকর্ষণীয় গন্তব্য হয়ে ওঠার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। এই ক্ষেত্রে আমাদের সরকার বিপুল বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে এবং অত্যাধুনিক সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল গড়ে তোলার জন্য বেসরকারি সংস্থাগুলিকে (private organizations) আমন্ত্রণ জানাতে বিশেষ উদ্যোগ নেবে, যেখানে তারা সরকারকে অন্তত ৫০ শতাংশ শয্যা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অথবা ভর্তুকিযুক্ত মূল্যে দেবে। এই সংস্থাগুলি একই মানের হাসপাতালগুলির সাথে সাযুজ্য রেখে বাকি শয্যাগুলির হার ঠিক করতে পারবে।

পশ্চিমবঙ্গকে একটি জনপ্রিয় আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে বেসরকারি সেক্টরের সঙ্গে যৌথভাবে পাঁচটি আঞ্চলিক মেডিক্যাল হাব তৈরি করা হবে।

হরিপাল, বামনগোলা, ফরাক্কা, দীঘা, ঝালদা, মানবাজারের বর্তমান হাসপাতালকে উন্নত করা হবে। গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্য দীঘা, দার্জিলিং ও ফরাক্কায় ট্রমা সেন্টার স্থাপন করা হবে। মুর্শিদাবাদ জেলায় বিড়ি শ্রমিকদের হাসপাতালের আধুনিকীকরণ করা হবে। সুন্দরবনে মোটরবোট অ্যাম্বুলেন্স এবং দ্বীপভিত্তিতে প্রসূতি কেন্দ্র চালু করা হবে।

মুম্বাই ও ভেলোরে চিকিৎসার জন্য যাওয়া রোগীদের PPP ব্যবস্থাপনায় সুলভে থাকার বন্দোবস্ত করা হবে।

রাজ্যের সব সরকারি হাসপাতালে ভর্তি থাকা রোগীদের রান্না করা খাবার দেওয়া হয়। ২০১৭ সাল থেকে বর্তমান হারটি চালু আছে। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে ভর্তি থাকা রোগীদের অনেকেই যাঁরা 'Full Rice Diet' গ্রহণ করেন, তার প্রাত্যহিক হার জনপ্রতি ৫৬.৬৪ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১১০ টাকা করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

কৃষি পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির মেরুদণ্ড এবং রাজ্যের লক্ষ লক্ষ নাগরিকের জীবিকার প্রাথমিক উৎস। এই সরকারের উদ্দেশ্য কৃষিকে আরও উৎপাদনশীল, লাভজনক, জলবায়ু সহনশীল এবং প্রযুক্তি-সক্ষম করে তোলা।

আমাদের সরকারের মূল লক্ষ্য থাকবে সেচ ব্যবস্থাকে জোরদার করা, উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাত করার পথ প্রশস্ত করা, কৃষিপদ্ধতির আধুনিকীকরণ, সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে উন্নত করা, কোল্ড-চেন পরিকাঠামো তৈরি করা এবং শস্য বৈচিত্র্যকরণসহ মাছ চাষ, ডেয়ারি, পশুপালন, উদ্যানপালনের মতো অন্যান্য সহযোগী সেক্টরগুলির বিকাশ ঘটানো। এছাড়া কৃষি উন্নয়ন জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক কৃষি পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে স্থায়ী প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

রাজ্যের প্রধান নদীগুলির জন্য নদী অববাহিকাভিত্তিক প্ল্যান (River basinwise plan) তৈরি করতে একটি সার্বিক পন্থা গ্রহণ করা হবে, যার মূল লক্ষ্য হবে জলসম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং নদী ও জলাশয়কে যুক্ত করে নদী-বেসিনগুলির মধ্যে জলের আদান-প্রদান ঘটানো। সুন্দরবন সহ সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে জলের জোগান বাড়ানোর

উদ্দেশ্যে এই বেসিন-প্ল্যান তৈরি করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নদী-ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত আন্তর্জাতিক জলসম্পদ বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেওয়া হবে। প্রস্তাবিত প্রকল্পে আশা করা যায় রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে নদী ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবে, সেচের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করবে, বাস্তু সংস্থানের স্থায়িত্ব আনবে এবং জলের সহজলভ্যতা বৃদ্ধি করবে।

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের ফান্ড সহায়তায় ১,৩৫৩ কোটি টাকা প্রকল্পমূল্যে 'Upper Delta Sundarban Project' চালু করার প্রস্তাব করছি। এই প্রকল্পের মাধ্যমে মরা নদীখাতগুলি খনন করে মূল নদীগুলির যুক্ত করা হবে যাতে এই সব নদীতে জলের সরবরাহ বৃদ্ধি পায়। ইছামতী ও হুগলি নদীর ভাঙনের ঝুঁকিপূর্ণ অংশে ভাঙন রোধের কাজ করা হবে এবং কলকাতা ও সংলগ্ন শহরতলির নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতি করা হবে।

এছাড়া, আমি ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের ফান্ড সহায়তায় ৪,১০০ কোটি টাকা প্রকল্প মূল্যে 'Lower Sundarban Sustainably Harnessing Ocean Resource and Economy' (SHORE) Project চালু করার প্রস্তাব করছি। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল সুন্দরবন এলাকার বাঁধগুলিকে প্রকৃতিভিত্তিক সমাধানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা এবং স্থানীয় মানুষের জন্য জীবিকার সুযোগ করে দেওয়া।

পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল এলাকাটির একটি বিশেষ ভৌগোলিক বিশেষত্ব আছে যার ফলে এলাকাটি ভীষণভাবে বন্যাপ্রবণ। সেন্ট্রাল স্পন্সর্ড স্কীমের অংশ হিসাবে ১,২০০ কোটি টাকা প্রস্তাবিত ব্যয়ে একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে যার লক্ষ্য পশ্চিম মেদিনীপুর ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দীর্ঘকাল ধরে বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলিকে চিরস্থায়ীভাবে রক্ষা করা।

বিহারের কাটিহার জেলা থেকে মালদা-র রতুয়া-১ ব্লকের মধ্য দিয়ে গঙ্গা নদী পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছে। মালদা, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলায় প্রবাহিত গঙ্গার ১৬৩ কিমি, ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিক্ষয়ের ঝুঁকিপূর্ণ। এই সংলগ্ন এলাকাগুলিকে বন্যা থেকে রক্ষা করতে এই জেলাগুলির চিহ্নিত ঝুঁকিপূর্ণ স্থানগুলিতে ভূমিক্ষয়রোধ ও বন্যা মোকাবিলার ব্যবস্থাপনার কাজ হাতে নেওয়া হবে। এ ছাড়াও বাংলা বিহার ঝাড়খণ্ড সীমান্তে গঙ্গানদী

বরাবর ড্রেজিং-এর মাধ্যমে সকরিগলি প্যালিও নদীখাতের ৫০ মিটার প্রস্থে সক্রিয়করণ হবে। এর ফলে ভঙ্গুর বামতীর থেকে স্থায়ী দক্ষিণতীরের দিকে প্রধান বন্যাপ্রবাহের স্থানান্তর সুগম হবে। এই প্রকল্পটি সেন্ট্রাল স্পন্সর্ড স্কিম হিসাবে বাস্তবায়িত হবে।

উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সুন্দরবন এলাকার প্রায় ৬০ কিমি বাঁধ প্রকৃতিনির্ভর প্রযুক্তি ব্যবহার করে পুনর্নির্মাণ করার উদ্দেশ্যে সেন্ট্রাল স্পন্সর্ড স্কিম হিসাবে আনুমানিক ১,০০০ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয়ে Sundarban Embankment Reconstruction Project (Phase II) বাস্তবায়িত হবে।

কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও উত্তর দিনাজপুর জেলার ৩.৪২ লাখ হেক্টর, কমাণ্ড এলাকায় সেচের ব্যবস্থা করতে তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প (স্টেজ ১-এর সাব-স্টেজ ১) Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY)-র অংশ হিসাবে Accelerated Irrigation Benefits Program (AIBP)-এর অধীনে আনুমানিক ১১,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হবে।

দক্ষিণ দিনাজপুরের আত্রার খাড়ি এবং খাসিয়াখাড়ির পাড় মজবুত করা হবে।

অতিবর্ষণ ও বন্যার ফলে জমা বাড়তি জল উপযুক্ত জলনিকাশি ব্যবস্থা দ্বারা নিষ্কাশনের মাধ্যমে ফসলের ক্ষতি এড়ানো সম্ভব। স্থানীয় নিকাশি ব্যবস্থা মাটির উপরিভাগকে রক্ষা করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয়ভাবে চাহিদাভিত্তিক নিকাশিব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে স্থায়ী কৃষি উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করতে আমি ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

মাইক্রো-ইরিগেশন ও প্রিসিশন টেকনোলজির সুবিধা ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের কাছে পৌঁছলে কৃষি উৎপাদন ও কৃষক পরিবারগুলির আয় বৃদ্ধি পাবে এবং জল সংরক্ষণে সাহায্য করবে। জল ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কৃষকদের মাইক্রো-ইরিগেশন ব্যবস্থা গ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য সেন্ট্রাল স্পন্সর্ড স্কিম PM Krishi Sech Yojana Per Drop More Crop (PMKSY PDMC) ড্রিপ, স্প্রিঙ্কলার ও অন্যান্য ব্যবস্থার খরচের ৫৫

শতাংশ বহন করে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক যাঁরা ২ হেক্টর পর্যন্ত চাষযোগ্য জমির মালিক তাঁদের স্বার্থে প্রস্তাব করা হচ্ছে যে, যোগ্য কৃষকরা প্রকল্প ব্যয়ের মাত্র ১০ শতাংশ দিয়ে PMKSY PDMC-এর সুবিধা নিতে পারবেন এবং বাকি অর্থ PMKSY PDMC স্কিমে (যা প্রকল্প ব্যয়ের ৫৫ শতাংশ বহন করবে) রাজ্যের শেয়ার ছাড়াও অতিরিক্ত টপ-আপ হিসাবে রাজ্য সরকার বহন করবে। এজন্য আমি ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলায় ঝরনাগুলি (স্থানীয়ভাবে যা ঝোরা নামে পরিচিত) প্রাণধারা স্বরূপ। উচ্চ অববাহিকায় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, পাহাড়ে বনসৃজন ও স্প্রিং-শেড ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে ঝরনা পুনরুজ্জীবনের জন্য আমি ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। এর ফলে পানীয় জলের প্রাপ্যতা বাড়বে এবং জলভিত্তিক জীবিকার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। এই বরাদ্দ অগ্রবর্তী সংযোগ যেমন জলাধার তৈরি ও উদ্যানপালনের জন্য পলিহাউস নির্মাণে ব্যবহার করা হবে।

চাষের খরচ কমাতে ও চাষিদের আয় বাড়াতে সরকার কৃষি সেচের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সাবমার্সিবল পাম্পে ব্যবহৃত বিদ্যুতে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ খরচের উপর ২ টাকা হিসাবে ভর্তুকি দেবে।

জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ঝুঁকির জন্য কৃষকরা বিভিন্ন সংকটময় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে থাকেন। ২০১৮ সাল থেকে ১০০ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকারের ফান্ডিং-এ পিএম কিষান নামে একটি সেন্ট্রাল সেক্টর স্কিম চালু আছে। এই স্কিমে যোগ্য কৃষকরা তাঁদের কৃষির প্রয়োজনে তিনটি সমান কিস্তিতে বছরে ৬,০০০ টাকা পান। কৃষির জন্য কৃষকদের বাড়তি চাহিদা মেটাতে আমি প্রতি কৃষক পরিবার পিছু বছরে অতিরিক্ত ৩,০০০ টাকার আর্থিক সহায়তা ঘোষণা করছি।

কৃষকদের ঝুঁকি থেকে সুরক্ষা দিতে প্রধানমন্ত্রী ফসলবিমা যোজনা রাজ্যে চালু হয়েছে এবং ২০২৬-এর খারিফ মরশুম থেকে বর্তমান বছরের সকল ফসলের (১৬টি ফসল) জন্য এই সুরক্ষা পাওয়া যাবে।

জমির রেকর্ডের সঙ্গে চাষের ইতিহাস ও ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত তথ্য যুক্ত করে যাতে কৃষকরা সহজেই সরকারি সুবিধা, সাশ্রয়ী ঋণের সুবিধা এবং নিরাপদ ব্যক্তিগত কৃষি-পরামর্শ পেতে পারেন সেজন্য Digital Public Infrastructure & Farmers ID সাধারণত যা ভারত সরকারের Digital Agriculture Mission নামে পরিচিত, রাজ্যে চালু করা হচ্ছে। এই ফার্মার আই ডি-নির্ভর সমন্বিত প্লাটফর্ম থেকে সকল ধরনের পরিষেবা; যেমন- সার বিক্রি, কেসিসি, ডিবিটি, শস্য-জরিপ এবং ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ফসল ক্রয় ইত্যাদি পরিষেবা পাওয়া যাবে।

ডিজিটাল প্লাটফর্মের মাধ্যমে কৃষি ফসলের জন্য ঋণ পাওয়ার সুবিধা করার জন্য রাজ্য সরকার ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে একযোগে RBI Unified Lending Interface (ULI) সুবিধাযুক্ত ডিজিটাল কিষান ক্রেডিট কার্ড ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গে চালুর প্রস্তাব রাখছে। এই উদ্যোগের ফলে ঋণ অনুমোদনের সময়সীমা ১৫ দিন থেকে কমে ১৫ মিনিট হবে এবং এপিআই-নির্ভর জমির তথ্য প্রাপ্তির মাধ্যমে কাগজবিহীন ঋণ অনুমোদন সম্ভব হবে।

পশ্চিমবঙ্গে সারের ব্যবহার জাতীয় গড়ের থেকে অনেক বেশি। এজন্য যে অঞ্চলে সারের ব্যবহার খুব বেশি সেখানে প্রাকৃতিক উপায়ে চাষে উৎসাহ দিতে PM National Mission on Natural Farming প্রকল্প চালু করা হচ্ছে। এর ফলে প্রকৃতিনির্ভর স্থায়ী কৃষিব্যবস্থা উৎসাহিত হবে এবং খামারে তৈরি প্রাকৃতিক চাষের জন্য প্রয়োজনীয় জৈব কাঁচামালের ব্যবহার বাড়বে ও বাইরের কাঁচামালের উপর নির্ভরতা এবং খরচ দুই-ই কমবে।

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, ফসল বৈচিত্র্যকে উৎসাহ দিতে ও গ্রামীণ পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে PM Dhanadhanya Krishi Yojana (DDKY) আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং, পুরুলিয়া ও ঝাড়গ্রামে চালু করা হয়েছে।

প্রিসিশন কৃষিব্যবস্থায় উন্নত প্রযুক্তি; যেমন- ড্রোন, স্মার্ট সেন্সর, জিপিএস চালিত মেশিনারি ইত্যাদি ব্যবহার করে সঠিক সময় ও স্থানে সঠিক পরিমাণে সার ও কীটনাশক প্রয়োগ করে সার ও কীটনাশকের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে। এই ব্যবস্থা গ্রহণের

মাধ্যমে কৃষিতে রাসায়নিকের ব্যবহার কমানো ও মানবশক্তির ঘাটতির মোকাবিলা করা সম্ভব। খড়গপুর আই আই টি-র সঙ্গে সমন্বয়ে আমাদের সরকার কৃষকদের কৃত্রিম বুদ্ধিনির্ভর প্রিসিশন কৃষি ব্যবস্থা গ্রহণে উৎসাহিত করবে।

ধান চাষিরা যাতে তাঁদের উৎপাদনের জন্য লাভজনক মূল্য পান তা নিশ্চিত করতে চাষিদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে ভারত সরকার দ্বারা ঘোষিত ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে সরাসরি ক্রয়ের ব্যবস্থা রাজ্যে চালু করা হচ্ছে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের আরও সহায়তা দিতে খারিফ মরশুমে প্রতি কুইন্টালে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের উপর অতিরিক্ত ২০০ টাকা ইন্সেন্টিভ দেওয়ার প্রস্তাব রাখছি। আমাদের সরকার ধানের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ধাপে ধাপে বাড়িয়ে আগামী বছরগুলিতে কুইন্টাল প্রতি ৩,১০০ টাকা করবে।

রাজ্যের চাষিদের উৎপাদিত পণ্যের লাভজনক মূল্য নিশ্চিত করতে ও খাদ্যের দামের ওঠা-পড়া থেকে উপভোক্তাদের সুরক্ষা দিতে রাজ্যে Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan (PM-AASHA) চালু করা হচ্ছে। আলু, টমেটো, পেঁয়াজ, ডাল এবং তৈলবীজের দাম স্থিতিশীল রাখতে এই স্কিমে ১০০ কোটি টাকার একটি State Price Stabilization Fund তৈরি করা হবে। এছাড়াও, এই স্কিমে বাম্পার ফলনের বছরে পচনশীল কৃষি ও হর্টিকালচার পণ্যের সংকটজনিত বিক্রয় থেকে চাষিদের রক্ষা করতে বাজারে হস্তক্ষেপ করার ব্যবস্থা থাকবে। রাজ্য সরকার আলু সংগ্রহের জন্য টপ-আপ হিসাবে প্রতি কুইন্টালে অতিরিক্ত ২০০ টাকা দেবে।

পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে ফল ও আনাজ উৎপাদনে অন্যতম প্রধান রাজ্য। কিন্তু অপ্রতুল কোল্ড চেন পরিকাঠামো এবং দুর্বল উৎপাদন পরবর্তী ব্যবস্থাপনার কারণে হর্টিকালচার সেক্টর উল্লেখযোগ্যভাবে উৎপাদন-পরবর্তী ক্ষতির সম্মুখীন হয়। রাজ্যে ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় অর্থসাহায্যে Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH) চালু আছে যাতে ২৫ মেট্রিক টন পর্যন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন স্টোরেজ সুবিধায় ভর্তুকি দেওয়া হয়। আরও বড়ো ১০০ মেট্রিক টন ক্ষমতা পর্যন্ত বহুমুখী কোল্ড স্টোরেজ ও প্যাকিং সেন্টার তৈরিতে উৎসাহ দিতে রাজের তরফে ৩৫ শতাংশ ভর্তুকি দেওয়ার জন্য ১০০ কোটি টাকা ঘোষণা করছি।

পশ্চিমবঙ্গ আলু উৎপাদনে দেশের মধ্যে অন্যতম প্রধান রাজ্য। কিন্তু এই ফসলের চাষ প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা ও বাজারগত ঝুঁকির ফলে ক্ষতির মুখে পড়ে। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় স্পন্সর্ড স্কিম প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা চালু করেছে। এই স্কিমে কৃষকদের উপর প্রিমিয়ামের বোঝা কমাতে আমি প্রস্তাব করছি যে, ইতিমধ্যে কৃষকদের সরকার যে সহায়তা দিচ্ছে তার অতিরিক্ত দেয় বিমা প্রিমিয়ামের ৫০ শতাংশ সরকার বহন করবে।

এই ক্ষেত্রে আর একটি প্রধান সীমাবদ্ধতা হল রোগ প্রতিরোধী আলুবীজ না-পাওয়া। তাই আলুচাষিদের হাতে সময়ের মধ্যে গুণমানসম্পন্ন আলুবীজ পৌঁছে দিতে রাজ্য আই.সি.এ.আর এর সঙ্গে সমন্বয়ে স্থানীয়ভাবে বীজ উৎপাদনের উপর উৎসাহ দেবে। এটি চালু না-হওয়া অবধি রাজ্য সরকার গুণমানযুক্ত ও রোগবিহীন আলু বীজ সংগ্রহ করে বিনামূল্যে আলুচাষিদের মধ্যে বিতরণ করবে। এজন্য আমি ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করছি।

উদ্যানপালনভিত্তিক কার্যক্রমে বৈচিত্র্য আনতে এবং চাষিদের আয় বাড়াতে বিভিন্ন জেলায়; যেমন- উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি এলাকা, হাওড়া, নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগণা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে বাণিজ্যিক ফুলচাষের ক্লাস্টার গড়ে তোলার প্রস্তাব রাখছি। এজন্য ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে।

আম পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যানভিত্তিক ফসল। এর চাষ মালদা জেলা— যা ভারতের আমের রাজধানী নামে পরিচিত এবং মুর্শিদাবাদ ও উত্তর ২৪ পরগনায় অত্যন্ত ঘনীভূত। রাজ্য জুড়ে ১০০ প্রকারের আমের ফলন হয় — যার মধ্যে বিশ্ববিখ্যাত হিমসাগর, ল্যাংড়া, আম্রপালি, আরজানুয়া এবং আসিনা। আমচাষিদের আয় বাড়াতে ও ভ্যালু চেন ব্যবস্থা শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে আধুনিক ফসল সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তিগত সুবিধা গ্রহণে উৎসাহ দেওয়া হবে। ভেপার হিট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, ইন্টিগ্রেটেড প্যাক হাউস ইত্যাদি গড়ে তুলে আমের রপ্তানির উপর জোর দেওয়া হবে। এজন্য আমি ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করছি।

পশ্চিমাঞ্চল এলাকা বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূম— এই ছয়টি জেলা নিয়ে গঠিত। এই অঞ্চলের মাটি ল্যাটেরাইট প্রকৃতির যার উৎপাদনশীলতা কম এবং অঞ্চলটি প্রায়ই খরা পরিস্থিতির শিকার হয়। আবহাওয়ার

খামখেয়ালিপনা থেকে চাষিদের ঝুঁকি কমাতে এবং সেচের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে এই এলাকায় ভূপৃষ্ঠস্থ ও ভূগর্ভস্থ জলনির্ভর মাইক্রো-সেচ ব্যবস্থার প্রসার ঘটানো হবে। PM-KUSUM-এর অধীনে দেশের সর্বত্র সৌরচালিত সেচ ব্যবস্থা জনপ্রিয়তা লাভ করছে। পশ্চিমবঙ্গে বিশেষত পশ্চিমাঞ্চলে সৌর বিকিরণ গ্রহণ ক্ষমতা বেশি। আমি পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলির জন্য সেন্ট্রাল স্পন্সর্ড স্কিমে যে ভর্তুকি পাওয়া যায় তার অতিরিক্ত ১৫ শতাংশ ভর্তুকি ঘোষণা করছি। এজন্য আমি ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করছি।

জলবায়ুকে স্থিতিস্থাপক করতে হলে বিকল্প জীবিকার সুযোগ তৈরি করা প্রয়োজন। পশ্চিমাঞ্চলের শুষ্ক জলবায়ু দুধ উৎপাদনকারী গবাদি পশুপালন ও পশুখাদ্য চাষের উপযোগী। এজন্য দুধের ভ্যালু চেন ব্যবস্থার বিকাশ ও পশুখাদ্য চাষসহ দেশীয় প্রজাতির গবাদি পশুপালনে উৎসাহদানের প্রস্তাব করছি। এজন্য আমি ৫০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি। এর ফলে পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে শ্বেত-বিপ্লব আনা সম্ভব হবে। এর মধ্যে ভারত সরকারের কো-অপারেটিভ মাধ্যমে দুগ্ধ শিল্প বা Dairying through Cooperatives (DTC) প্রোগ্রামের অধীনে নতুন কো-অপারেটিভ সোসাইটি তৈরি অন্তর্ভুক্ত হবে। দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে ও গ্রামীণ এলাকায় পরিপূরক জীবিকার উৎস হিসাবে উচ্চ দুগ্ধ উৎপাদনকারী প্রজাতির বকনা-বাছুর— ব্যক্তি ও ডেয়ারি কো-অপারেটিভ সোসাইটির সদস্যদের/ মিল্ক ইউনিয়নের মধ্যে বিলি করার প্রস্তাব করছি।

পশ্চিমাঞ্চল এলাকার জলবায়ু মুসাম্বির মতো লেবুজাতীয় ফল চাষের জন্য উপযুক্ত, ঘরোয়া সবজি বাগানের (Kitchen Garden) আকারে এই চাষকে জনপ্রিয় করে তোলা হবে। পশ্চিমাঞ্চল এলাকা ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট (Black Bengal Goat) উৎপাদনের জন্যও বিখ্যাত, স্থানীয় সেলফ হেল্প গ্রুপের সাহায্যে কৃমিনাশন, পি পি আর ভ্যাক্সিন প্রদানের মতো সম্প্রসারণ পরিষেবা দিয়ে এই পশুপালনে সহায়তা করা হবে। আমি এর জন্য ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

দার্জিলিং ও কালিম্পং-এর পাহাড়ি অঞ্চলে প্রতিকূল ভূ-প্রকৃতি, দুর্গমতা এবং সীমিত জীবিকার সুযোগ ইত্যাদি কারণে বিশেষ উন্নয়নগত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। কিন্তু এলাকার আবহাওয়া উদ্যানভিত্তিক ফসলের জন্য উপযুক্ত। কিউই চাষ, পলি হাউস-নির্ভর সিম্বিডিয়াম

অর্কিডের চাষ, অ্যাভকাডো চাষ ইত্যাদির মাধ্যমে আয়বৃদ্ধির কাজে উৎসাহদান করা হবে। Do It Yourself (DIY) পলি হাউস স্কিম পাহাড়ি এলাকার চাষিদের কাছে খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। আমি এই স্কিমকে সমতলের চাষিদের মধ্যে প্রসারের প্রস্তাব করছি। এর জন্য আমি ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করছি।

উত্তর বঙ্গের তরাই কৃষি-জলবায়ু অঞ্চল (জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, শিলিগুড়ি ও উত্তর দিনাজপুর নিয়ে গঠিত) গোলমরিচ, আদা, হলুদ, তেজপাতা, এলাচ ইত্যাদি মশলা উৎপাদনের জন্য সহায়ক। এই কাজে নিয়োজিত কৃষক ও উদ্যোগপতি সাহায্যার্থে উত্তরবঙ্গে একটি স্পাইস-হাব গড়ে তোলার জন্য আমি ৫০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ করছি। এই অর্থে নার্সারি তৈরি, সেচের সুবিধযুক্ত মশলা চাষের জমির এলাকা বৃদ্ধি এবং পণ্যের প্রসেসিং/মার্কেটিং-সহ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অব্ স্পাইসেস গড়ে তোলা হবে।

ফুলচাষ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট ও পাঁশকুড়া ব্লকে অন্যতম প্রধান কৃষিকাজ এবং এই এলাকার অর্থনীতির উপর এর ব্যাপক প্রভাব আছে ও কর্মসংস্থানের এক নতুন রাস্তা খুলে দিয়েছে। এই এলাকার ফুল-চাষিদের জন্য বিপণনের উপযুক্ত সুবিধা নিশ্চিত করতে কোলাঘাট এলাকায় একটি Integrated Flower Market Hub তৈরি করা হবে— যাতে গ্রেডিং, সর্টিং, প্যাকিং ও কোল্ড চেন ইত্যাদির সুবিধা থাকবে। এজন্য আমি ১০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

গোশালাগুলি স্থায়ী জীবিকার সুযোগ সৃষ্টি করে ও জৈব সারের কাঁচামালের জোগান দিয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে গ্রামীণ অর্থনীতিকে সাহায্য করে। গ্রামীণ উদ্যোগপতিদের উৎসাহ দিতে ও বিকল্প জীবিকার উৎস তৈরি করতে আমি প্রতিটি গোশালা তৈরি করার জন্য ১,০০,০০০ টাকার একটি ভর্তুকি স্কিম ঘোষণা করছি।

পশ্চিমবঙ্গে Blue Economy বিকশিত হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। এখানে বিভিন্ন জলজ সম্পদ রয়েছে; যেমন- ৮ লক্ষ হেক্টরেরও বেশি অভ্যন্তরীণ জলাশয় এবং ১৫৮ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূলরেখা। মৎস্যচাষের ক্ষেত্রেও সামুদ্রিক ও অভ্যন্তরীণ জলাশয় ছাড়াও নোনা জল ও জলাভূমির মৎস্যচাষে প্রভূত বিভিন্নতা রয়েছে। এর সম্ভাবনাকে উন্মোচিত করতে স্বাদু ও লোনা জলের মৎস্যচাষের প্রচরের জন্য আধুনিক মৎস্য-বীজ

উৎপাদন কেন্দ্র, মৎস্য উৎপাদন খামার, কোল্ড চেইন ব্যবস্থা এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে যাতে, ফসল-উৎপাদন পরবর্তী ক্ষতি কমবে এবং মৎস্যজীবীদের উপার্জন বাড়বে। এছাড়াও, দীর্ঘ উপকূলরেখার বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে সামুদ্রিক শৈবাল চাষকেও উৎসাহিত করা হবে। এই সব উদ্যোগ 'Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana'/ 'প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা'-র অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিকে অনেক রকমের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। জীবনযাপনের মানোন্নয়ন করা এবং সাধারণ সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতভাবে দেওয়ার জন্য, রাজ্য সরকার ৫০০টি গ্রামকে ভারত সরকারের 'Vibrant Village' / 'ভাইব্র্যান্ট ভিলেজ' কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করার কাজে হাত দিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ একটি বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড়প্রবণ রাজ্য যা মানুষের জীবন ও সম্পত্তির অনেক ক্ষতিসাধন করে। সরকার West Bengal Climate Resilience Fund এবং West Bengal Climate Finance Facility গঠন করবে। এই উদ্যোগগুলি আমাদের রাজ্যের বিপুল কার্বন শোষণ ক্ষমতাকে কাজে লাগাবে, জলবায়ু সংক্রান্ত প্রকল্পের রূপায়ণের জন্য নানান জায়গা থেকে অর্থনৈতিক সাহায্য সংগ্রহ করবে, জলবায়ু সহনশীল জীবিকার সুযোগের মাধ্যমে কার্বন ক্রেডিট (Carbon Credit)-এর মতো নতুন রাজস্ব সংগ্রহের পথ তৈরি করবে, পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের জন্য আমাদের রাজ্যের অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে আয় বাড়ানোর উপায় আনবে এবং আমাদের State Action Plan on Climate Change রূপায়িত করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের জোগানে সাহায্য করবে। আমি ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে এই উদ্দেশ্যে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল তৈরি এবং সংরক্ষণ একটি বহুকালের পরীক্ষিত প্রাকৃতিক সমাধান, যা সুন্দরবন অঞ্চলের অসুরক্ষিত উপকূল অঞ্চলকে প্রতিকূল আবহাওয়া থেকে রক্ষা করে, সার্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সম্ভাব্য বাধা-বিপত্তি দূর করে এবং স্থানীয় মানুষের জীবিকাও বাঁচিয়ে রাখে। স্থানীয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে (Local Self Help Groups) নিযুক্ত করে সুন্দরবন এলাকায় অনেকখানি জায়গা জুড়ে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সৃষ্টির জন্য আমি এই অর্থ বছরে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

## শিল্প শক্তি

পঞ্চমত, শিল্প শক্তি: অর্থনৈতিক কার্যক্রম এবং কর্মসংস্থান

**মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,**

আমাদের রাজ্যের তার কৌশলগত অবস্থান, দক্ষ মানবসম্পদ, শিল্প ঐতিহ্য, লজিস্টিক সম্ভাবনা এবং সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করে পূর্ব ভারতে একটি প্রধান অর্থনৈতিক কেন্দ্রে পরিণত হওয়ার প্রচেষ্টা করবে। অর্থনৈতিক উন্নতি হবে কর্মসংস্থানভিত্তিক, আঞ্চলিকভাবে ভারসাম্যযুক্ত, পরিবেশগতভাবে স্থায়ী ও সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক।

আমাদের নতুন সরকার ইতিমধ্যে বিনিয়োগ-বান্ধব ব্যাবসার পরিবেশ গঠনের জন্য বেশ কিছু ব্যবস্থা নিয়েছে। শিল্পের পরিকাঠামো, লজিস্টিক, এক্সপোর্ট প্রমোশন, পোর্ট-লেড ডেভেলপমেন্ট এবং রাজ্যে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক উন্নয়নকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের বেশ কয়েকটি ফ্ল্যাগশিপ স্কিম শুরু করার জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে আছে লজিস্টিক পার্কের উন্নয়ন, এবং পি এম গতিশক্তি ন্যাশনাল মাস্টার প্ল্যানের অধীনে বর্তমান পোর্টের আপগ্রেডেশন, সাগরমালা ২.০, কেমিক্যাল পার্কের জন্য স্কিম। Bharat Audyogik Vikas Yojana (BHAVYA) Scheme-এ দুর্গাপুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল নোড এবং নদিয়া জেলার ধুবুলিয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্লাস্টার তৈরি করা হবে।

অর্থনৈতিক বিকাশ, শিল্পে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানকে উজ্জীবিত করতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডর বরাবর ক্লাস্টার তৈরির মাধ্যমে শিল্পের উন্নয়নে জোর দিতে রাজ্য সরকার West Bengal Investment Promotion Framework চালু করবে। এটা MSME এবং শিল্প প্রকল্পে বিনিয়োগে উৎসাহ দেবে, উত্তরবঙ্গ এবং পশ্চিমাঞ্চলে বিনিয়োগে অগ্রাধিকার দেবে, গ্রিন এনার্জি ব্যবহারে উৎসাহ দেবে এবং বিদ্যুৎচালিত গাড়ি, সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস ও ডিজাইন, গ্রিন হাইড্রোজেন এবং প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদনের মতো উদীয়মান প্রযুক্তিতে বিনিয়োগে প্রেরণা যোগাবে। একটি নতুন Incentive Policy এর অন্তর্ভুক্ত করা হবে। আমি এই উদ্দেশ্যে এই অর্থবর্ষে ৫,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

ভারত সরকারের Rejuvination of Legacy Industrial Cluster স্কিমে, রাজ্য সরকার প্রথাগত শিল্প ও কৃষি প্রক্রিয়াকরণ ক্লাস্টারগুলির পুনরুজ্জীবনে ইচ্ছুক, বিশেষত হাওড়া ও হুগলিতে পাটশিল্প এবং শিলিগুড়ি ও দার্জিলিং-এ চা ও কৃষি-প্রক্রিয়াকরণ ক্লাস্টার। আমি এজন্য ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে ১,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করছি।

চা শিল্পকে চাঙ্গা করে তুলতে, চা বাগানগুলির অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও পরিকাঠামো উন্নত করা হবে এবং শিলিগুড়িতে একটি কমন টি প্রসেসিং সেন্টার (Common Tea Processing Centre) গড়ে তোলা হবে। এজন্য ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে আমি ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করছি। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পোর্টের যৌথ প্রচেষ্টায় একটি টি প্রসেসিং জোন স্থাপন করা হবে। প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় চা প্রক্রিয়াকরণকেন্দ্র, প্যাকেজিং ইউনিট, অকশন হাউস-সহ চা ব্যাবসার উপযুক্ত বিশ্বমানের বিশেষ পরিকাঠামো থাকবে।

তন্তু চাষের আধুনিকীকরণ, তন্তুজ দ্রব্যের প্রক্রিয়াকরণ, এই শিল্পের উন্নতি এবং বাজারে প্রবেশের সুযোগ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের National Fibre Mission প্রকল্পটি চালু করা হবে। এই প্রকল্পের একটি প্রধান উদ্দেশ্য হবে উদ্ভাবন এবং বাজারে বৈচিত্র আনার মাধ্যমে পাট শিল্পকে পুনর্জীবিত করা।

গঙ্গারামপুরের তাঁত এবং কুশমান্ডির কার্পেট শিল্পের পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় একটি টেক্সটাইল পার্ক তৈরি করা হবে।

রপ্তানি ক্ষেত্রে, রাজ্য সরকার রপ্তানির পরিকাঠামো মজবুত করার পাশাপাশি রাজ্যে অবস্থিত ইন্দো-বাংলাদেশ, ভুটান ও নেপাল সীমান্তের চেকপোস্ট ও ল্যান্ড কাস্টম স্টেশনগুলিতে বাণিজ্যের সুবিধা বাড়াতে কেন্দ্রীয় সরকারের এক্সপোর্ট প্রোমোশন মিশন প্রকল্পের সুবিধা নিতে ইচ্ছুক। প্রস্তাবিত উদ্যোগের মধ্যে সীমান্ত চেকপোস্টগুলিতে টেস্টিং ও সার্টিফিকেশন ল্যাবরেটরি গড়ে তোলা, ট্রাক টার্মিনাল তৈরি, পণ্যের গুদামজাতকরণ ও কোল্ড-চেনের সুবিধা থাকবে।

শিলিগুড়ির একটি অনন্য কৌশলগত অবস্থান আছে— যা উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার হিসাবে কাজ করে এবং নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সংযোগের

কাজ করে। এই ভৌগোলিক অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে আমাদের সরকার ইন্টিগ্রেটেড লজিস্টিক পার্ক, মাল্টিমোডাল পরিবহণ পরিকাঠামো, আধুনিক গুদামজাতকরণের সুবিধা, কোল্ড-চেন নেটওয়ার্ক, উন্নত সড়ক, রেল ও বিমানসংযোগের উন্নতির মাধ্যমে শিলিগুড়িকে একটি লজিস্টিক ও ব্যাবসা কেন্দ্রে উন্নীত করবে। এর ফলে লজিস্টিক ব্যয় কমবে, সাপ্লাই চেনের দক্ষতা বাড়বে এবং আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ব্যাবসাকে সহজতর করবে। এই উদ্দেশ্যে আমি ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করছি। ভারত সরকার কর্তৃক ঘোষিত শিলিগুড়ি ও বারাণসীর মধ্যে High Speed Rail Corridor প্রকল্পের মাধ্যমেও শিলিগুড়ি উপকৃত হবে।

শিলিগুড়িতে তথ্যপ্রযুক্তি পরিকাঠামোর ক্রমবর্ধমান চাহিদা বিবেচনা করে আনুমানিক ২৬ কোটি টাকা ব্যয়ে বর্তমান ক্যাম্পাসের মধ্যে প্রায় ৫০,০০০ স্কোয়ার ফুট বিল্ট আপ স্পেস-সহ শিলিগুড়ি আই টি পার্কের উন্নয়ন করা হবে।

অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে ক্লাউড কম্পিউটিং, কৃত্রিম মেধা (AI), উন্নত ইলেক্ট্রনিক্স ও ডিজিটাল পরিকাঠামো ইত্যাদির আমূল পরিবর্তন আনার ভূমিকা উপলব্ধি করে রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গকে এ.আই. কেন্দ্রিক ডাটা সেন্টার ও হাইপারস্কেল ক্লাউড কম্পিউটিং পরিকাঠামোর জনপ্রিয় গন্তব্যে পরিণত করতে একটি সামগ্রিক প্রকল্প নেবে। এই ক্ষেত্রে বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে যোগ্য প্রজেক্টগুলিকে ইন্সেন্টিভ প্যাকেজ দেওয়া হবে যার মধ্যে থাকবে স্ট্যাম্প ডিউটি ফিরিয়ে দেওয়া, ইলেক্ট্রিসিটি ডিউটির ছাড় এবং উচ্চমানের পৃথক বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার সুবিধা ইত্যাদি। ডাটা সেন্টার প্রজেক্টের জন্য Floor Area Ratio (FAR) শিথিল করা হবে ও এক-জানালা ব্যবস্থায় দ্রুত প্রয়োজনীয় অনুমতি দেওয়া হবে।

দুর্গাপুর, আসানসোল, অণ্ডাল, পানাগড় ও সংলগ্ন এলাকা নিয়ে গঠিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্ট রাজ্যের শিল্পোন্নয়নে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং এখনও এই স্থানে লজিস্টিক ও দক্ষ কর্মীর সুবিধা বর্তমান। এই সব সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে এই এলাকায় শিল্প বৃদ্ধিকে তরান্বিত করতে ও এলাকার শিল্প স্থাপনে জোর দিতে আমাদের সরকার দুর্গাপুরে একটি সেমিকন্ডাক্টর ইউনিট স্থাপন করবে।

ভারত সরকারের ‘পি এম আত্মনির্ভর ভারত’ উদ্যোগের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে, পশ্চিমবঙ্গকে গ্লোবাল সাপ্লাই চেন-এ জুড়তে বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটি শিল্প পার্ক ও বীরভূমের সাঁইথিয়া শিল্প পার্কে ‘ডিফেন্স ম্যানুফ্যাকচারিং হাব’ গড়ে তোলা হবে।

পশ্চিমবঙ্গে এম এস এম ই সেক্টর (Micro, Small and Medium Enterprises Sector) রাজ্যের অর্থনীতির মেরুদণ্ড যা রাজ্যের নব্বই শতাংশের বেশি সচল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিট ও পঞ্চাশ শতাংশ শিল্পোৎপাদনের কারণ। এই সেক্টর অন্তর্ভুক্তিমূলক (Inclusive) বৃদ্ধি ঘটায় এবং কৃষির পরে প্রধান কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে। আমি রাজ্যে এম এস এম ই শিল্পের বৃদ্ধি ও প্রসারের জন্য কয়েকটি নতুন পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তাব করছি।

রাজ্যের হস্তশিল্পী ও কারিগরদের দক্ষতাবৃদ্ধির মাধ্যমে ও তাঁদের পণ্য ও পরিষেবার প্রসার ঘটিয়ে তাঁদের জীবন ও জীবিকার উন্নতির জন্য রাজ্য পি এম বিশ্বকর্মা স্কিম গ্রহণ করেছে। এর লক্ষ্য হস্তশিল্পী ও কারিগরদের স্ব স্ব ট্রেডে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সামগ্রিক সহায়তা দেওয়া। এই প্রকল্পে শহর ও গ্রামে বিভিন্ন ট্রেডে উৎসাহদানের উপর জোর দেওয়া — বিশেষ নজর দেওয়া হয় নারী ক্ষমতায়ন এবং প্রান্তিক ও অবহেলিত গোষ্ঠী যেমন তফশিলি জাতি, তফশিলি উপজাতি, ওবিসি এবং বিশেষভাবে সক্ষম মানুষের উপর।

স্টার্ট আপ এবং যুব মাইক্রো উদ্যোগীদের উৎসাহিত করতে বাংলার উদ্যম ক্রেডিট কার্ড প্রকল্প চালু করা হচ্ছে। এই প্রকল্পে প্রায় ২ লাখ যুবক প্রত্যেকে ১০ লাখ টাকা অবধি আর্থিক সহায়তা পাবে যার মধ্যে ৫ লাখ টাকা গ্রান্ট ও ৫ লাখ টাকা সুদবিহীন ঋণ হিসেবে দেওয়া হবে। আমি এজন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

স্মার্ট টেক্সটাইলে উচ্চতর গবেষণায় উৎসাহ দেওয়ার লক্ষ্যে ভারত সরকারের টেক্স- র‍্যাম্পস কর্মসূচি চালু করা হবে যাতে পশ্চিমবঙ্গে একটি সহনশীল, ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত ও বিশ্বে প্রতিযোগিতা করার মতো একটি টেক্সটাইল ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা যায়। রাজ্য এই স্কিম থেকে লাভবান হবে যেহেতু এটি হস্তচালিত তাঁত ও হস্তশিল্পের মতো ঐতিহ্যবাহী সেক্টরগুলিতে আধুনিকীকরণ, সাপ্লাইচেন ম্যাপিং এবং স্থানীয় হস্তশিল্পীদের লাভ বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। ভারত সরকারের সহযোগিতায় অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য

ইন্ডাস্ট্রিয়াল কম্যুনিকেশন ও টেক্সটাইল ডিজাইনে বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ দিতে ভারত সরকারের সহযোগিতায় একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হবে। এটির মাধ্যমে শিক্ষার্থী ও দক্ষ পেশাদারদের উৎকৃষ্ট শিক্ষার সুযোগ দেবে যাতে তাঁরা দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে দেশীয় ডিজাইন সংক্রান্ত সমাধান দিতে পারে।

স্টার্ট আপ উদ্যোগ প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, শিল্পবিকাশ ও কর্মসংস্থানের প্রাথমিক চালিকাশক্তি। প্রযুক্তির উদ্ভাবনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং নতুন ব্যাবসার উপযুক্ত সমৃদ্ধ ও স্থায়ী ইকোসিস্টেম তৈরির মাধ্যমে আমাদের সরকার তিন মাসের মধ্যে স্টার্ট আপ পলিসি চালু করবে যার মধ্যে ৪০ কোটি ইনক্যুবেশন ফান্ড ও ৬০ কোটি টাকার ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ডের ব্যবস্থা থাকবে।

রাজ্যে বিশ্বমানের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদদের আকর্ষণ করে প্রযুক্তি-নির্ভর Innovation Ecosystem গড়ে তুলতে একটি Chief Minister's Science and Technology Talent Attraction Fund তৈরি করা হবে। প্রতিভাকে অবশ্যই প্রমাণিত বিশ্বমানের স্বীকৃতি থাকতে হবে, বাংলায় কোনো সুপরিচিত প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে আগ্রহী হতে হবে এবং কোনো Deep Tech স্টার্ট আপকে সাহায্য করতে বা কোনো স্টার্ট আপ শুরু করতে হবে। আমি এই উদ্দেশ্যে এই অর্থবছরে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। এটি সরকারকে অগ্রণী গবেষণায় রাজ্যের ভূমিকা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে এবং আন্তর্জাতিক মেধা আকর্ষণ করতে সাহায্য করবে।

পশ্চিমবঙ্গ একমাত্র বড়ো রাজ্য যেখানে আর্বান ল্যান্ড সিলিং পলিসি চালু আছে। এই পলিসি বড়ো বিনিয়োগের প্রতিবন্ধক যার ফলে বৃহৎ প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ব্যাহত হচ্ছে। রাজ্যে উন্নয়নযোগ্য জমির বাণিজ্যিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে, বৃহৎ বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে এবং শহর অঞ্চলে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি জোরদার করতে আমি ঘোষণা করছি যে, Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 পুনরায় পর্যালোচনা করা হবে।

কলকাতা পূর্ব ভারতে একটি প্রধান প্রযুক্তি ও বিনিয়োগের কেন্দ্র হয়ে উঠছে এবং প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি করে এখানে বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে আকর্ষণ করার যথেষ্ট

সম্ভাবনা আছে। বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সঙ্গে পরামর্শ করে পশ্চিমবঙ্গে গ্লোবাল ক্যাপাবিলিটি সেন্টার (GCC) পলিসি তৈরি করা হবে। এই পলিসির উদ্দেশ্য হল এই এলাকার দক্ষ পেশাদার কর্মীর সহজলভ্যতাকে কাজে লাগিয়ে প্রথাগত খরচভিত্তিক আউটসোর্সিং থেকে উচ্চ মূল্যের কাজের দিকে নীতি পরিবর্তনের জন্য কৌশলী দৃষ্টিভঙ্গিকে উৎসাহিত করা।

স্টেট পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং (SPSU) গুলিকে পাবলিক স্টক এক্সচেঞ্জে লিস্টিং করানোর একটা প্রচেষ্টা নেওয়া হবে যাতে ডাইভেস্টমেন্ট, অপ্রকাশিত কর্পোরেট মূল্য উন্মোচনের মাধ্যমে রাজ্য মূলধন জোগাড় করে উপকৃত হবে। সম্ভাবনাময় SPSU-গুলি শনাক্ত করে পাবলিক স্টক এক্সচেঞ্জে লিস্টিং করা হবে।

বিভিন্ন আইনি জটিলতায় ১১৮ বছরের পুরানো কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ বন্ধ হওয়ার মুখে। আমাদের সরকার কলকাতাকে ফাইনান্সিয়াল ক্যাপিটাল হিসেবে পুনরুদ্ধার করতে কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জের পুনরুজ্জীবনে সহায়তা করার প্রস্তাব করছে। কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জের পুনরুজ্জীবনে বহুমুখী লাভ হবে— যেমন পূর্ব ভারতে সহজে মূলধন জোগাড়, কম খরচে লিস্টিং ও ট্রেডিং এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ।

বৃহৎ শিল্প বিনিয়োগ সহজতর করতে এবং Ease of Doing Business -এর উন্নতির জন্য ১০০ কোটি টাকা ও তার বেশি প্রস্তাবিত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে জিলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতি থেকে আলাদা করে বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদন, ট্রেড লাইসেন্স ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক অনুমতি নেওয়ার ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হবে। এর পরিবর্তে রাজ্য সরকার এই অনুমতিগুলি প্রয়োজনীয় আন্তর্বিভাগীয় সমন্বয়ের মাধ্যমে রাজ্য পর্যায়ের এক-জানালা ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নিষ্পত্তি ও মঞ্জুর করবে।

রাজ্য জুড়ে Ease of Doing Business-কে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে আমাদের সরকার রাজ্যে শিল্প ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রকৃত সহায়ক বাতাবরণ তৈরি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বর্তমানে চালু নিয়ন্ত্রক প্রক্রিয়া, অনুমোদন, পরিদর্শন ও আনুগত্য পালনের প্রয়োজনীয়তার সামগ্রিক পর্যালোচনা করা হবে যার লক্ষ্য হবে পদ্ধতির সরলীকরণ যাতে উদ্যোগীদের উপর নিয়ম পালনের বোঝা কমে। বিধিবদ্ধ অনুমোদনের জন্য এক-জানালা ব্যবস্থা চালু

করা হবে যাতে উদ্যোগীদের অনুমোদন, ছাড়পত্র এবং রেজিস্ট্রেশন পেতে বিভিন্ন দপ্তর ঘুরতে না হয়। শিল্প সংক্রান্ত পেশাদার প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি তৈরি করা হবে। এই কমিটি চার মাসের মধ্যে সরকারের বিবেচনা ও রূপায়ণের জন্য একটি সামগ্রিক কর্ম-পরিকল্পনা জমা করবে। এই কমিটি কাজের পৌনঃপৌনিকতার ঘটনার পরীক্ষা, ওভারল্যাপ অথবা একই অভিপ্রায়ে চালু একাধিক বিধিবিদ্ধ মাসুল বা লাইসেন্স ফি-র বিষয়গুলিও পরীক্ষা করবে।

শিল্প-বৃদ্ধিকে সুগম করতে ও ভূ-সম্পত্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং ও অন্যান্য সরকারি সংস্থার হাতে পড়ে থাকা অব্যবহৃত শিল্পের জমি চিহ্নিত ও পুনরুদ্ধার করে রাজ্য সরকার একটি সামগ্রিক ল্যান্ড ব্যাঙ্ক গড়ে তোলার প্রয়াস করবে। তেমনি শিল্প তালুকে বরাদ্দ জমি যা চুক্তিগত সময়সীমার বেশি অব্যবহৃত পড়ে আছে তার পর্যালোচনা করা হবে এবং সরকার যথার্থ পদ্ধতি মেনে এবং কোনোরকম সুদ ছাড়া লিজ প্রিমিয়াম, সালামি ও অন্যান্য গ্রাহ্য চার্জ ফেরত দিয়ে ওই জমি পুনর্দখল করতে পারবে। আমাদের সরকার একটি ইন্সেন্টিভ প্যাকেজের মাধ্যমে বেসরকারি ক্ষেত্রকে একক-পণ্যভিত্তিক এবং বহু-পণ্যভিত্তিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক স্থাপনে উৎসাহ দেবে।

এইভাবে পুনরুদ্ধার করা জমি একটি পরিবর্তনশীল জমি ব্যাঙ্কে একত্রিত করে একটি স্বচ্ছ, সময়-নির্দিষ্ট এবং প্রযুক্তিচালিত ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের বরাদ্দ করা হবে। এই উদ্যোগের ফলে অব্যবহৃত সম্পদকে মুক্ত করবে, জমির মজুদ আটকানো, শিল্প বিনিয়োগ তরান্বিত করা এবং দামি শিল্পের জমিকে উৎপাদনশীল কাজে লাগিয়ে কর্মসংস্থান ও আর্থিক উন্নতি ঘটানো সম্ভব।

বর্তমানে চালু West Bengal Shops and Establishment Act, 1963, নির্ধারিত সময়সীমার বাইরে দোকান খুলে রাখার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এর ফলস্বরূপ বাণিজ্যিক পরিকাঠামোর পর্যাপ্ত ব্যবহার হয় না, কর্মসংস্থানের সুযোগ হ্রাস পায় এবং উৎপাদনশীলতা কমে। বিভিন্ন রাজ্যের সফল সংস্কারের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে উপযুক্ত সংশোধনী ও সংস্কার এনে শক্তিশালী শ্রম সুরক্ষা নিশ্চিত করে দোকান, রেস্তোঁরা, অফিস, লজিস্টিক

পরিষেবা এবং হসপিটালিটি প্রতিষ্ঠান চব্বিশ ঘণ্টা চালু রাখার অনুমতি দেওয়ার প্রস্তাব রাখছি। এই সংস্কারের ফলে সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গকে একটি আধুনিক, বিনিয়োগ-বান্ধব রাজ্যে পরিণত করবে। এই প্রস্তাবিত সংস্কার রাজ্যব্যাপী চালু করার আগে আমরা পাইলট আকারে কলকাতা এবং বড়ো বড়ো শহরাঞ্চলে চালু করব। সামগ্রিকভাবে একটি সুনিয়ন্ত্রিত ২৪×৭ অর্থনীতি শ্রমিক নিরাপত্তা ও সামাজিক সুরক্ষা বজায় রেখে পশ্চিমবঙ্গের শহরাঞ্চলগুলিকে অধিক কর্মসংস্থান, অধিক রাজস্ব, অধিক সুরক্ষিত ও অর্থনৈতিকভাবে আরও গতিশীল অঞ্চলে রূপান্তরিত করবে।

হস্তক্ষেপ ও চাঁদাবাজির দরুন ব্যাবসা করার যে খরচ হয় তা দূর করে বিনিয়োগ পরিবেশকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করা আশু প্রয়োজন। এর ফলে বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধি পাবে ও শিল্প সম্প্রসারণ ও নতুন স্থাপনা (বিশেষত উৎপাদনশিল্প, এম এস এম ই এবং তথ্য প্রযুক্তিতে) উৎসাহিত হবে, বাধা-বিঘ্ন থেকে সাপ্লাই চেন ও অপারেশন সুরক্ষিত হবে এবং কর্মসংস্থান বাড়বে। আমাদের সরকার আইনানুগ ব্যাবসাকে সিন্ডিকেট চার্জ এবং অন্যান্য বেআইনি অর্থ আদায় থেকে রক্ষা করতে আইন প্রণয়ন করবে। এর দ্বারা দ্রুত প্রতিকার ও আইনভঙ্গকারীর ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা এনে শিল্প ক্ষেত্রের দীর্ঘদিনের অভিযোগের সমাধান করে, সম্ভাব্য দেশীয় ও বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করবে এবং বৈধ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে খর্ব না করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করবে।

অবৈতনিক গার্হস্থ্য শ্রমকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে গৃহস্থ পরিবারের মহিলাদের বাড়ির রান্নাঘরকে ক্লাউড কিচেন-এ রূপান্তরে উৎসাহ দিলে তা অর্থনীতিকে উল্লেখযোগ্যভাবে চাঙ্গা করতে পারে। এই মডেলে খুব সহজে ন্যূনতম বিনিয়োগে, ঘরোয়া পরিকাঠামো ব্যবহার করে রোজকার রান্নার দক্ষতাকে পারিশ্রমিকযুক্ত উৎপাদনশীল কাজে পরিণত করবে। মহিলাদের মধ্যে মাইক্রো-উদ্যোগের লক্ষ্যে আমাদের সরকার একটি নতুন ক্লাউড-কিচেন পলিসি রূপায়ণ করবে। এর দ্বারা খাদ্যমানের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যবিধি, প্রতিযোগিতা, ব্যাবসা ও ডিজিটাল দক্ষতার ট্রেনিং-এর মাধ্যমে কর্ম ও বাস্তব জীবনের ভারসাম্য রক্ষা, মাইক্রো-ফাইনান্স, সরলীকৃত বিধি ও উন্নততর পরিকাঠামো ইত্যাদি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে।

**মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,**

দুর্গাপূজা হল বাংলার সাংস্কৃতিক আত্মা। এর অনন্য ঐতিহ্যগত মূল্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হওয়ায়, দুর্গাপূজা পশ্চিমবঙ্গকে একটি প্রধান বিশ্বের সাংস্কৃতিক পর্যটন গন্তব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার এক বিশেষ সুযোগ এনে দিয়েছে। 'দুর্গাপূজা-এক বিশ্বজনীন উৎসব, বাংলার চিরন্তন আবেগ' এই মূল প্রতিপাদ্যকে কেন্দ্র করে আমরা একটি লক্ষ্যভিত্তিক পর্যটন ব্র্যান্ডিং অভিযান শুরু করব। এর মাধ্যমে থিমভিত্তিক প্যান্ডেলের জাঁকজমক, ঐতিহ্যবাহী আচার-অনুষ্ঠান, শিল্প, সংগীত এবং সাম্প্রদায়িক উৎসব উদ্‌যাপনের বৈচিত্র্যকে তুলে ধরা হবে। দেশি ও বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে বিশেষ পর্যটন সার্কিট, সুচিন্তিত উৎসবভিত্তিক অভিজ্ঞতা, আন্তর্জাতিক প্রচারাভিযান, উন্নত দর্শনার্থী সুবিধা, ডিজিটাল গাইড এবং ভ্রমণ সংস্থাগুলির সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা হবে।

পশ্চিমবঙ্গ তার সমৃদ্ধশালী ঐতিহ্যের জন্য পরিচিত। এইসব ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলির সংরক্ষণ ও তার প্রসার ঘটানো অত্যন্ত প্রয়োজন। রাজ্যে কালিঘাট ও তারাপীঠের বিখ্যাত কালীমন্দির, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি, মদনমোহন মন্দির, জল্পেশ মন্দির, ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়ি, মা কল্যাণেশ্বরী, তারকেশ্বর, কঙ্কালীতলা, কিরিটেশ্বরী, কোন্নগর এবং বিভিন্ন শক্তিপীঠের মত ঐতিহ্য বহনকারী স্থানগুলির পুনরুদ্ধারের জন্য আমি একটি সর্বাঙ্গীণ পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে 'হেরিটেজ কমিশন' (Heritage Commission) পুনর্গঠনের ঘোষণা করছি।

তীর্থযাত্রা এবং ধর্মীয় পর্যটনকে সহজতর করার লক্ষ্যে প্রধান প্রধান শক্তিপীঠগুলিকে যুক্ত করে একটি 'বেঙ্গল শক্তিপীঠ সার্কিট' (Bengal Shaktipeeth Circuit) গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এর লক্ষ্য হল একটি ক্লাস্টার্ড হাব-অ্যান্ড-স্পোক (Hub-and-Spoke) পদ্ধতির মাধ্যমে এই মন্দিরগুলিকে বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক পর্যটনের ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তোলা। একটি প্রধান জেলা শহরকে কেন্দ্র করে একাধিক মন্দিরকে সংযুক্ত করে উপযুক্ত পর্যটন কর্মসূচি তৈরি করা হবে, যা ভ্রামরীদেবী, নন্দীকেশ্বরী, তারাপীঠ, বক্রেশ্বর, ফুল্লরা এবং কঙ্কালীতলা মন্দিরকে অন্তর্ভুক্ত করবে। শ্রী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর

সামাজিক-ধর্মীয় চিন্তাভাবনার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসেবে 'চৈতন্য মহাপ্রভু তীর্থযাত্রা সার্কিট' (Chaitanya Mahaprabhu Pilgrimage Circuit) গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এর আওতায় একটি প্রধান জেলা শহরকে কেন্দ্র করে একাধিক স্থানকে সংযুক্ত করে পর্যটন ভ্রমণসূচী তৈরি হবে। মায়াপুরকে একটি অনন্য পর্যটন স্থান হিসাবে গড়ে তোলা হবে। এই উদ্দেশ্যে আমি তিন বছরে ১,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করছি।

পুরী এবং দেওঘরে তীর্থযাত্রীদের সুলভে থাকার জন্য PPP Mode-এ ব্যবস্থা করার কাজ হাতে নেওয়া হবে।

সারা বছর ধরেই দার্জিলিং হল একটি প্রকৃতি, ঐতিহ্য, সুস্থতা (Wellness) এবং রোমাঞ্চকর অভিযানের জন্য জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র। আমাদের সরকার দার্জিলিংকে একটি প্রধান ইকো-অ্যাডভেঞ্চার এবং ঐতিহ্য বহনকারী পর্যটন কেন্দ্র (Heritage Tourism Hub) রূপে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা করবে। ট্রেকিং, হাইকিং, র‍্যাফটিং, প্যারাগ্লাইডিং-এর মত অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসগুলির প্রসার করা হবে। বিশ্বব্যাপী ব্র্যান্ডিং এবং Experiential Tourism Campaigns-এর সাথে বহুমুখী প্রশিক্ষণের প্রতিষ্ঠান তৈরি করা এবং চা বাংলো ও পুরনো আমলের পরিকাঠামোগুলোর ঐতিহ্যগত মানচিত্রায়ণের (Heritage Mapping) কাজ করা হবে।

ডুয়ার্সকে আমাদের সরকার একটি অরণ্য, বন্যপ্রাণী এবং উপজাতীয় পর্যটনের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলবে। বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে গাইডসহ ভ্রমণ (Guided Tours) এবং সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার ওপর।

আমাদের সরকার সুন্দরবনে ইকো-রিসোর্ট, নদী পর্যটন, খাঁড়ি এবং বন্যপ্রাণী দেখার, ভাসমান গ্ল্যাম্পিং (Floating Glamping), বিশেষ পর্যটন জেটি, ই-ভেসেল বা বৈদ্যুতিক জলযান সংগ্রহ, অভিজ্ঞতামূলক পর্যটনের বিকাশ, জীবিকা সৃষ্টি এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য-সংবেদনশীল পরিকাঠামো উন্নতির ওপর জোর দিয়ে একটি 'টুরিজম মাস্টার প্ল্যান' তৈরি করে একটি মজবুত পর্যটন ব্যবস্থা তৈরির কাজ হাতে নেবে।

পুরুলিয়া জেলায় অযোধ্যা পাহাড়, মুরগুমা, খয়রাবেড়া, বরন্তী (সান্তুরি) এবং অন্যান্য পর্যটন স্থান যেমন মাথা ফরেস্ট, দুয়ারশিনি, দোলাডাঙ্গা (মানবাজার), জয়চণ্ডী পাহাড় এবং গড়পঞ্চকোট ইকো টুরিজম (রঘুনাথপুর)-কে যুক্ত করে একটি ইন্টিগ্রেটেড টুরিজম সার্কিট গড়ে তোলা হবে।

ঝাড়গ্রাম জেলায় জঙ্গল মহল চিড়িয়াখানায় ১৬০ একর জমির উপর একটি নতুন Tiger Safari তৈরি করা হবে। এর ফলে রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে এবং সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে পর্যটন সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে ও স্থানীয় জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। আমি এজন্য ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

ভারত সরকারের সহযোগিতায় আমাদের সরকার গঙ্গাসাগর মেলাকে একটি আন্তর্জাতিক, আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক উৎসবে রূপান্তরিত করতে সচেষ্ট হবে। একইভাবে জগদ্ধাত্রী পুজো, তারকেশ্বর মেলা, বারুণী মেলা, রাস মেলা, জল্পেশ মেলা এবং এই ধরনের অন্যান্য উৎসবকে জাতীয় উৎসবে রূপান্তরিত করা হবে।

দুর্গম এলাকাগুলোকে সহজে যাতায়াতের উপযোগী গন্তব্যে পরিণত করতে রোপওয়ে পর্যটনের ক্ষেত্রে অনেক বড়ো পরিবর্তন আনতে পারে। এটি প্যানোরামিক বা চারপাশের মনোরম দৃশ্য দেখার সুযোগ দেওয়ার সাথে একটি পরিবেশ-বান্ধব ও জ্বালানী-সাশ্রয়ী বিকল্প পরিবহণ, যা পরিবেশের উপর সবচেয়ে কম প্রভাব ফেলে। রাজ্যে রোপওয়ে প্রকল্প স্থাপন করার জন্য উপযুক্ত স্থানগুলো খুঁজে বের করতে একটি Techno-Feasibility Study করা হবে। আমি এই উদ্দেশ্যে ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করার প্রস্তাব রাখছি।

**মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,**

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পশ্চিমবঙ্গের একটি অন্যতম প্রধান শক্তি। সরকারের লক্ষ্য হল রাজ্যের সমৃদ্ধশালী ঐতিহ্য ও সনাতন সংস্কৃতিকে অক্ষুণ্ণ রাখা, তার প্রসার ঘটানো এবং একটি প্রগতিশীল ও সম্প্রীতিপূর্ণ সমাজ গঠন। আমাদের নীতিগুলি সাহিত্য, শিল্পকলা, সঙ্গীত, নাট্যচর্চা, লোকসংস্কৃতি, ঐতিহ্য সংরক্ষণ, আধ্যাত্মিক পর্যটন, ভাষা রক্ষা এবং সৃজনশীল শিল্পক্ষেত্রগুলি এগিয়ে নিয়ে যেতে সবসময় সাহায্য করবে। আগামী দিনেও

যাতে বাংলার ধীশক্তি ও শৈল্পিক ধারা আরও এগিয়ে যেতে পারে, তা নিশ্চিত করতে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরও সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করা হবে।

'বন্দে মাতরম'-এর ১৫০ বছর পূর্তিকে স্মরণীয় করে রাখতে একটি আধুনিক মিউজিয়াম-সহ- সাংস্কৃতিক কেন্দ্র (Museum-cum-cultural center) স্থাপন করা হবে, যা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, গবেষণা এবং পর্যটনের প্রসারে একটি জাতীয় স্তরের শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে পরিচালিত হবে। আমি চলতি অর্থবর্ষে এই উদ্দেশ্যে ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৌরবময় ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে, তাঁর চিন্তাভাবনার সংরক্ষণ, প্রসার এবং সারা বিশ্বে তা ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি উৎকৃষ্ট মানের প্রতিষ্ঠান হিসেবে একটি বিশেষ Tagore Cultural Centre স্থাপন করা হবে। আমি চলতি অর্থবর্ষে এই উদ্দেশ্যে ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

তাঁত ও হস্তশিল্পে সমৃদ্ধ ও বহু পুরনো ঐতিহ্যের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সুপরিচিত, যার সুনির্দিষ্ট শিল্পগুলি এরাজ্যের বিভিন্ন আঞ্চলিক ক্ষেত্র ও জনসম্প্রদায়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। সূক্ষ্ম বস্ত্রশিল্প থেকে শুরু করে চমকপ্রদ ধাতু ঢালাই শিল্প, এই বৈচিত্র্যময় শিল্পকলা রাজ্যের জেলাগুলিতে থাকা গভীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে। ভারত সরকারের 'একটি জেলা একটি পণ্য' (ODOP) কর্মসূচির আওতায় রাজ্যের বিভিন্ন জেলার নিজস্ব ঐতিহ্য, কৃষিজাত পণ্য, খাবার প্রক্রিয়াকরণ, তাঁত ও হস্তশিল্পের প্রসারের লক্ষ্যে ২৩টি জেলার প্রত্যেকটি থেকে উল্লেখযোগ্য পণ্যগুলোকে বেছে নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, রাজ্যের হস্তশিল্প ও তাঁতশিল্পের কেনাবেচা ও প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ১.৫ একরেরও বেশি জায়গার ওপর 'পিএম একতা মল'-এর (PM Ekta Mall) অধীনে এই ২৩টি জেলার 'একটি জেলা একটি পণ্য' (ODOP) এর প্রসারের জন্য বাণিজ্যিক স্টল তৈরি করা হবে। আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে এই 'পিএম একতা মল'-এর জন্য ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

রাজ্যের ঐতিহাসিক সৌধগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কার করা একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এএসআই (ASI)-এর নির্দেশিকা অনুযায়ী উপযুক্ত পুনর্নির্মাণের কাজগুলি চিহ্নিত

এবং অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য বিশেষ সমীক্ষা চালানো হবে। এর জন্য কেন্দ্রীয় আইনের সঙ্গে মিল রেখে রাজ্যের প্রয়োজনীয় আইন উপযুক্তভাবে সংশোধন করা হতে পারে।

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর অবদান পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তাঁর ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী ২০২৬ সালে। তাঁর জন্মদিন ৬ই জুলাই-কে স্মরণীয় করে রাখতে এখন থেকে এই দিনটিকে রাজ্য সরকারের ছুটি হিসেবে ঘোষণা করা হচ্ছে। তাঁর অসামান্য অবদানকে সম্মান জানাতে এই বছরব্যাপী উদ্‌যাপনেরও আয়োজন করা হবে। জীরাটে একটি ১২৫ ফুট উঁচু মূর্তি নির্মাণ করা হবে এবং তাঁর পৈত্রিক বাড়ি সংস্কার করে পুরনো মহিমায় ফিরিয়ে আনা হবে। এছাড়াও ওনার স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি করে পার্ক, গ্রন্থাগার এবং স্মারক তৈরি করা হবে। আমি এই উদ্দেশ্যে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

রাজবংশী ভাষা, রাজবংশী একাডেমি এবং রাজবংশী লোকশিল্পীদের উন্নয়নের জন্য আমি ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করছি। একইভাবে, কুরমালি ভাষা, কুরমী একাডেমি ও কুরমী লোকশিল্পীদের উন্নয়নের জন্য আমি ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

**কর সংক্রান্ত প্রস্তাব**

**মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,**

রাজ্যের বৃত্তিকর আইনের কাঠামো, যা চালু হওয়ার সময় থেকে আজ পর্যন্ত মোটামুটি অপরিবর্তিত আছে — বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা এবং আমাদের করদাতা নাগরিকদের আকাঙ্ক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে তার সামগ্রিক পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে।

বৃত্তিকর কাঠামোর সরলীকরণ, করের যুক্তিসংগত সংস্কার এবং বেতনভোগী কর্মচারী, স্বনিযুক্ত ব্যক্তি এবং ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগীদের কার্যকর স্বস্তি দিতে আমি বৃত্তিকর আইনের শিডিউলের আমূল পুনর্গঠনের প্রস্তাব করছি।

এই সংস্কার উদ্যোগের অংশ হিসেবে আমি বিভিন্ন শ্রেণির করদাতাদের কর মকুবের সীমা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করছি। সেই অনুযায়ী, বেতনভোগী ব্যক্তিদের কর মকুবের ক্ষেত্রে মাসিক আয়ের সীমা ১০,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০,০০০ টাকা করা

হল। একইভাবে, স্বনিযুক্ত ব্যক্তিদের কর মকুবের ক্ষেত্রে বার্ষিক আয়ের সীমা ৬০,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২.৫ লক্ষ টাকা এবং ব্যবসায়ী ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বার্ষিক Gross Receipt বা টার্নওভারের সীমা ৫ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০ লক্ষ টাকা করা হল।

এই পদক্ষেপগুলি নিম্ন এবং মধ্যবিত্ত আয়ের মানুষদের, স্বাধীন পেশায় যুক্ত ব্যক্তিদের এবং অতি ক্ষুদ্র এবং ক্ষুদ্র উদ্যোগ— যারা আমাদের স্থানীয় অর্থনীতির মেরুদণ্ড— তাদের প্রত্যক্ষ স্বস্তি দেবে, যা আমাদের সরকারের ন্যায্য, প্রগতিশীল এবং বৃদ্ধি-কেন্দ্রিক রাজস্ব নীতির প্রতি দায়বদ্ধতার পরিচায়ক।

আজ বৃত্তিকর আইনে BSF জওয়ান — যাঁরা দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দিয়ে আমাদের দেশের নিরাপত্তা ও অখণ্ডতা সুরক্ষিত করছে— তাঁদের জন্য বৃত্তিকর মকুবের কোনো ব্যবস্থা নেই। এই জওয়ানদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাতে এবং এদের নিবেদিত সেবার স্বীকৃতি দিতে, আমি BSF জওয়ানদের বৃত্তিকর দেওয়া থেকে অব্যাহতি দেবার প্রস্তাব করছি।

আমাদের সরকারের Ease of Doing Business, আস্থাভিত্তিক শাসনব্যবস্থা এবং নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার সরলীকরণের প্রতি দায়বদ্ধতা আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, আমি বৃত্তিকর আইনে শাস্তি হিসাবে কারাবাসের বিধি রদ করে শুধুমাত্র আর্থিক জরিমানার মাধ্যমে কর ফাঁকি রোধ এবং আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার প্রস্তাব করছি।

এই সুচিন্তিত সংস্কারের ফলে করদাতাদের কর প্রদানের নিয়ম পালনের বোঝা কমবে, স্বেচ্ছায় কর প্রদানে উৎসাহ বাড়বে এবং করদাতা ও ব্যবসা-বান্ধব নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সাহায্য করবে এবং শাস্তিমূলক বিধি প্রয়োগের পরিবর্তে নাগরিকদের সঙ্গে গঠনমূলক অংশীদারিত্বের পথে চলার নীতি, রাজ্যের দৃষ্টিভঙ্গির এই মৌলিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেবে।

West Bengal Excise (Procedure for Grant and Functioning of Licence and Payment of Fees for Use of Industrial Spirit) Rules, 2025-এর অধীনে ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্পিরিট থেকে Potentized Medicine তৈরি করতে

হোমিওপ্যাথিক ওষুধ প্রস্তুতকারীদের নির্ধারিত ফি দিয়ে এক্সাইজ ডাইরেক্টরেট থেকে লাইসেন্স নিতে হয়। আমাদের মনে হয়েছে যে এই শিল্প বহু বছর ধরে রাজ্যে অনেক চাকরির সুযোগ এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সৃষ্টি করেছে এবং তাদের উপর লাইসেন্স নেওয়ার এই নিয়মতান্ত্রিক বোঝা এড়ানো সম্ভব। আমি লাইসেন্স প্রথা তুলে দিতে এই Rule-এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনার প্রস্তাব করছি।

এখন থেকে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও ধর্মীয় স্থানের ১ কিলোমিটারের মধ্যে কোনো মদের দোকানের লাইসেন্স দেওয়া হবে না। কোলকাতা পৌরসভার অন্তর্গত এলাকায় এই লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রে ন্যূনতম দূরত্ব হবে ৫০০ মিটার।

**মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,**

এই বাজেটে আমরা পশ্চিমবঙ্গ কোন পথে এগোবে তার দিশা নির্ধারণের চেষ্টা করেছি।

১। আমরা সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ প্রশাসনিক ব্যবস্থা পুনরায় চালু করেছি। আমরা পশ্চিমবঙ্গকে পঙ্গু করে দেওয়া সিন্ডিকেট রাজের অবসান করেছি।

২। আমরা রাজ্যে কল্যাণমূলক ব্যবস্থার কাঠামোকে সরলীকরণ ও সুবিন্যস্ত করেছি এবং একই সাথে অর্থনৈতিক বিপর্যয় এড়াতে পেরেছি।

৩। আমরা স্টেট পলিসির দিক পরিবর্তন করেছি এবং শিল্পোদ্যোগ, বৃদ্ধি, উদ্ভাবন, প্রযুক্তি ও ব্যাবসাবাণিজ্যকে আমাদের পূর্ণ সমর্থন দিয়েছি।

৪। আমরা কেন্দ্রের সঙ্গে নিষ্প্রয়োজনীয় বিরোধের সমাপ্তি ঘটিয়ে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের প্রতিটি সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করেছি।

৫। আমরা পশ্চিমবঙ্গকে ভারতবর্ষের মানচিত্রে পুনঃস্থাপিত করেছি।

**মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,**

আমি মাননীয় সদস্যদের সামনে ২০২৬-২০২৭ অর্থবর্ষের জন্য ৪,৩৮,৭৭৫.২৯ কোটি টাকা (নিট) বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

**২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের জন্য প্রস্তাবিত ব্যয় বরাদ্দ (নীট) :**

## ১. কৃষিজ বিপণন বিভাগ

আমি, কৃষিজ বিপণন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৩৬৪.৯৯ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

## ২. কৃষি বিভাগ

আমি, কৃষি বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৮,৫৬৫.৮৪ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

## ৩. প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ

আমি, প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,৪০৪.৪২ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

## ৪. অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ বিভাগ

আমি, অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২,৫৪৪.৪৮ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

## ৫. উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগ

আমি, উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১৪৮.৪১ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

## ৬. সমবায় বিভাগ

আমি, সমবায় বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৫৮৬.৬২ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

## ৭. সংশোধন প্রশাসন বিভাগ

আমি, সংশোধন প্রশাসন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৫৮০.৫৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

## ৮. বিপর্যয় মোকাবিলা এবং অসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগ

আমি, বিপর্যয় মোকাবিলা এবং অসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৩,০৩৫.৯৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

**৯. পরিবেশ বিভাগ**

আমি, পরিবেশ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১০২.৮৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

**১০. অগ্নিনির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা বিভাগ**

আমি, অগ্নিনির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৫৪৬.৩৯ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

**১১. মৎস্য বিভাগ**

আমি, মৎস্য বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৫৫০.৩৮ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

**১২. খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ**

আমি, খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৮,০৫৩.০৩ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

**১৩. খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন বিভাগ**

আমি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২৩০.৬৯ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

**১৪. বন বিভাগ**

আমি, বন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,১৯৮.১৭ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

**১৫. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ**

আমি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২৪,৭৫৩.৭২ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

**১৬. উচ্চশিক্ষা বিভাগ**

আমি, উচ্চ শিক্ষা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৭,১৬৮.৬০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

**১৭. স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক বিভাগ**

আমি, স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১৭,৯২৫.৪২ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

**১৮. আবাসন বিভাগ**

আমি, আবাসন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৩০৩.৮৩ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

**১৯. শিল্প, বাণিজ্য ও শিল্পোদ্যোগ বিভাগ**

আমি, শিল্প, বাণিজ্য ও শিল্পোদ্যোগ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৩,২৬৬.৫৯ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

**২০. তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগ**

আমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৮১৫.০৮ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

**২১. তথ্যপ্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন বিভাগ**

আমি, তথ্যপ্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৫০৬.১৮ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

**২২. সেচ ও জলপথ পরিবহণ বিভাগ**

আমি, সেচ ও জলপথ পরিবহণ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৩,৬৯৯.১১ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

**২৩. বিচার বিভাগ**

আমি, বিচার বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,৯৬৪.৮৯ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

**২৪. শ্রম বিভাগ**

আমি, শ্রম বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৩,১৪৬.৬৯ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

**২৫. ভূমি ও ভূমিসংস্কার এবং শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ**

আমি, ভূমি ও ভূমিসংস্কার এবং শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,৫৮৭.৬২ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

**২৬. আইন বিভাগ**

আমি, আইন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২৪.৮৭ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

**২৭. জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগ**

আমি, জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৩৫১.৭০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

**২৮. ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ ও বস্ত্র বিভাগ**

আমি, ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ ও বস্ত্র বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,৮১৪.৬০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

**২৯. সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ**

আমি, সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২,১৬৫.৪২ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

**৩০. অ-প্রচলিত ও পুনর্নবীকরণ শক্তি উৎস বিভাগ**

আমি, অ-প্রচলিত ও পুনর্নবীকরণ শক্তি উৎস বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৩০৫.৮৭ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

**৩১. উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগ**

আমি, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,৮২১.৫২ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

**৩২. পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ**

আমি, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৫১,৮৩৬.৫৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

**৩৩. পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ক বিভাগ**

আমি, পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ক বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,৬১০.৮৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

**৩৪. কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার বিভাগ**

আমি, কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৩৭৮.৮৭ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

**৩৫. পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান বিভাগ**

আমি, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৬৩২.৪১ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

**৩৬. বিদ্যুৎ বিভাগ**

আমি, বিদ্যুৎ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৫,৩৪৫.১৬ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

**৩৭. সরকারি উদ্যোগ ও শিল্প পুনর্গঠন বিভাগ**

আমি, সরকারি উদ্যোগ ও শিল্পপুনর্গঠন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৫৮.৬৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

**৩৮. জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ**

আমি, জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১২,৯৩৫.৩৩ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

**৩৯. পূর্ত বিভাগ**

আমি, পূর্ত বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৭,২৪০.১৩ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

**৪০. বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ**

আমি, বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৪৪,৯৪৮.২১ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

**৪১. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈব প্রযুক্তি বিভাগ**

আমি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈব প্রযুক্তি বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১৩৩.৬২ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

**৪২. স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি বিভাগ**

আমি, স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৩২২.৮০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

**৪৩. সুন্দরবন বিষয়ক বিভাগ**

আমি, সুন্দরবন বিষয়ক বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,২৮০.০৭ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

**৪৪. কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন বিভাগ**

আমি, কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২,৩৯৩.২০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

**৪৫. পর্যটন বিভাগ**

আমি, পর্যটন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৫২৭.৮৪ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

**৪৬. পরিবহণ বিভাগ**

আমি, পরিবহণ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২,৬৯৭.৪২ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

**৪৭. উপজাতি উন্নয়ন বিভাগ**

আমি, উপজাতি উন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,২৯৫.১৪ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

**৪৮. পৌর ও নগরোন্নয়ন বিভাগ**

আমি, পৌর ও নগরোন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১৪,৬০৯.৭৭ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

**৪৯. জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগ**

আমি, জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,৫৫০.৯৯ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

**৫০. মহিলা ও শিশুবিকাশ এবং সমাজকল্যাণ বিভাগ**

আমি, মহিলা ও শিশুবিকাশ এবং সমাজকল্যাণ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৫২,৩০৮.৫০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

**৫১. যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া বিভাগ**

আমি, যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৪৯০.৫৪ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

# আর্থিক বিবরণী, ২০২৬-২০২৭

# পশ্চিমবঙ্গের বার্ষিক আর্থিক বিবরণী, ২০২৬-২০২৭

(কোটি টাকার হিসাবে)

| | | প্রকৃত ২০২৪-২০২৫ | বাজেট ২০২৫-২০২৬ | সংশোধিত ২০২৫-২০২৬ | বাজেট ২০২৬-২০২৭ |
|---|---|---|---|---|---|
| | **আদায়** | | | | |
| ১। | প্রারম্ভিক তহবিল | ২.৬৩ | ২.৮৮ | (-)২৮.১২ | (-)৫৮.৭০ |
| ২। | রাজস্ব আদায় | ২,১৩,৬৯৯.৫৬ | ২,৬৬,০৬০.৪২ | ২,৪৪,৮৬৬.৯০ | ৩,২০,৪৮৪.৮৪ |
| ৩। | মূলধনখাতে আদায় | ৯০,৬৫৪.৮২ | ১,১০,৭৭১.৭৩ | ১,০৩,৮৪৩.৯৬ | ১,০৫,৩৮৭.৯৬ |
| ৪। | সরকার অধীনস্থ সংস্থা ও সরকারি কর্মচারীদের ঋণ শোধ বাবদ | ১২৭.৮৯ | ২,২২৩.৬৩ | ২৫৬.২২ | ১,২৬২.৫৫ |
| ৫। | আপন্ন তহবিল ও গণ হিসাব থেকে আদায় | ১৩,৯৪,৪১৬.৭২ | ১২,৯৪,২২২.৫৪ | ১৩,২৬,৬৪৪.১৫ | ১৩,৬৪,৭৬০.৬৮ |
| | **মোট** | **১৬,৯৮,৯০১.৬২** | **১৬,৭৩,২৮১.২০** | **১৬,৭৫,৫৮৩.১১** | **১৭,৯১,৮৩৭.৩৩** |
| | **ব্যয়** | | | | |
| ৬। | রাজস্বখাতে ব্যয় | ২,৫৩,৪২৬.৯৯ | ৩,০১,৩৭৫.৩৭ | ২,৮৬,০৩০.৯৫ | ৩,৪২,৪৬৯.২৬ |
| ৭। | মূলধনখাতে ব্যয় | ২১,৬২১.৪৪ | ৩৯,৩৩৭.৭৫ | ২৬,৪৩৮.৫৪ | ৪০,৯৩০.২৯ |
| ৮। | সরকারি ঋণ | ৩১,৪৬৪.৬৬ | ৪৭,৭৩২.০৮ | ৪৩,৭৯৫.১০ | ৫৪,৬০৬.৫৩ |
| ৯। | সরকার অধীনস্থ সংস্থা ও সরকারি কর্মচারীদের ঋণ প্রদান বাবদ | ৭০৩.২৫ | ৭৪৮.৮৯ | ৪২৭.৬০ | ৭৬৯.২০ |
| ১০। | আপন্ন তহবিলে স্থানান্তর | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| ১১। | আপন্ন তহবিল ও গণ হিসাব থেকে ব্যয় | ১৩,৯১,৭১৩.৪০ | ১২,৮৪,০৮৭.২৩ | ১৩,১৮,৯৪৯.৬২ | ১৩,৫৩,১২২.৭৫ |
| ১২। | সমাপ্তি তহবিল | (-)২৮.১২ | (-)০.১২ | (-)৫৮.৭০ | (-)৬০.৭০ |
| | **মোট** | **১৬,৯৮,৯০১.৬২** | **১৬,৭৩,২৮১.২০** | **১৬,৭৫,৫৮৩.১১** | **১৭,৯১,৮৩৭.৩৩** |

(কোটি টাকার হিসাবে)

| | প্রকৃত ২০২৪-২০২৫ | বাজেট ২০২৫-২০২৬ | সংশোধিত ২০২৫-২০২৬ | বাজেট ২০২৬-২০২৭ |
|---|---|---|---|---|
| **নীট ফল** | | | | |
| উদ্বৃত্ত (+) | | | | |
| ঘাটতি (–) | | | | |
| (ক) রাজস্বখাতে | (-)৩৯,৭২৭.৪৪ | (-)৩৫,৩১৪.৯৫ | (-)৪১,১৬৪.০৫ | (-)২১,৯৮৪.৪২ |
| (খ) রাজস্বখাতের বাইরে | ৩৯,৬৯৬.৬৭ | ৩৫,৩১১.৯৫ | ৪১,১৩৩.৪৭ | ২১,৯৮২.৪২ |
| (গ) প্রারম্ভিক তহবিল বাদে নীট | (-)৩০.৭৭ | (-)৩.০০ | (-)৩০.৫৮ | (-)২.০০ |
| (ঘ) প্রারম্ভিক তহবিল সহ নীট | (-)২৮.১২ | (-)০.১২ | (-)৫৮.৭০ | (-)৬০.৭০ |
| (ঙ) নতুন প্রকল্প বাবদ ব্যয়/ অতিরিক্ত বরাদ্দ | | | | |
| (১) রাজস্বখাতে | ... | ... | ... | ... |
| (২) রাজস্বখাতের বাইরে | ... | ... | ... | ... |
| (চ) রাজস্ব কর খাতে অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ | ... | ... | ... | ... |
| (ছ) রাজস্বখাতে নীট ঘাটতি | (-)৩৯,৭২৭.৪৪ | (-)৩৫,৩১৪.৯৫ | (-)৪১,১৬৪.০৫ | (-)২১,৯৮৪.৪২ |
| (জ) নীট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি | (-)২৮.১২ | (-)০.১২ | (-)৫৮.৭০ | (-)৬০.৭০ |

Printed at
Saraswaty Press Limited
(Government of West Bengal Enterprise)
Kolkata 700 056